Contents

দশম বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

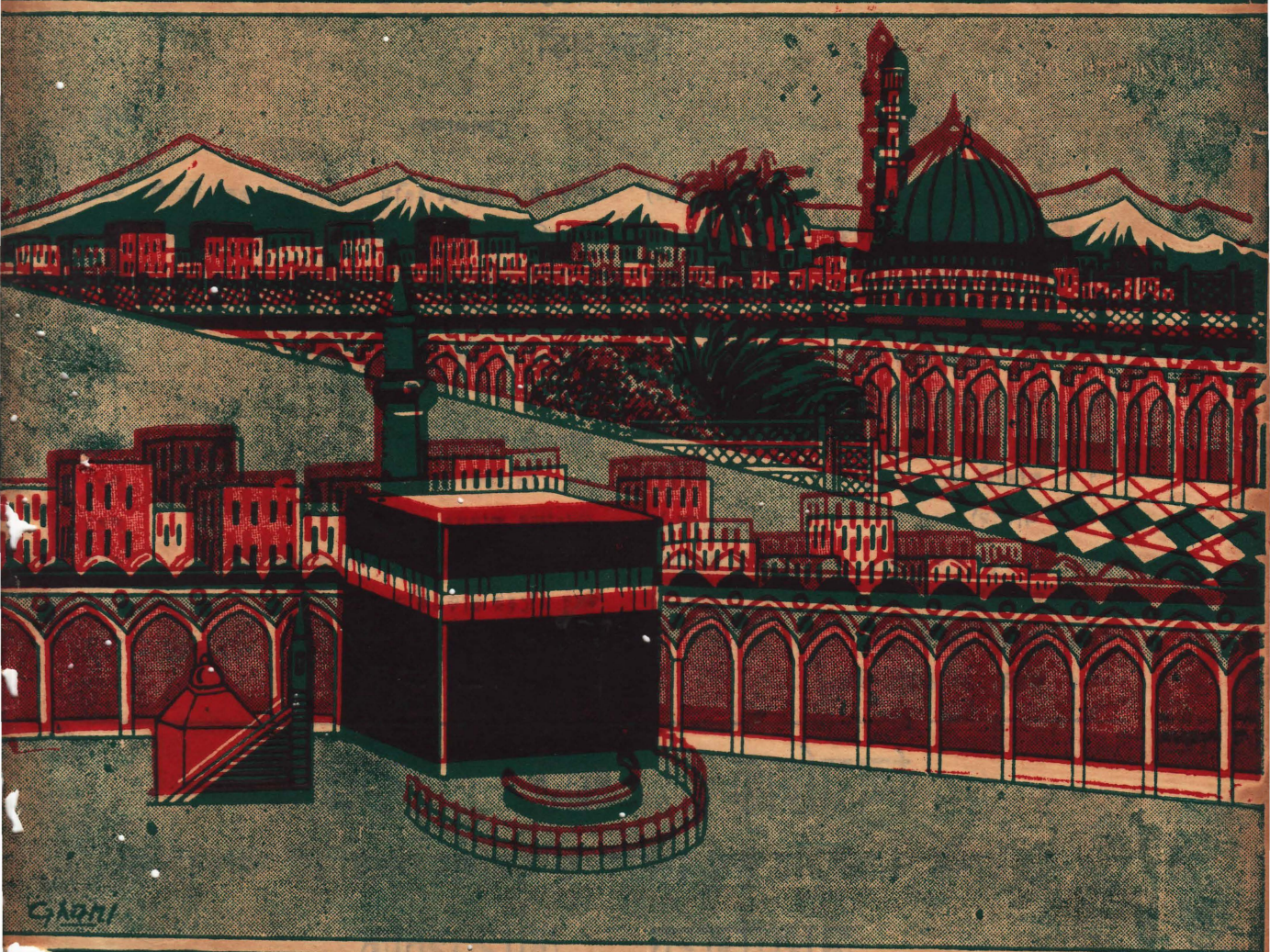

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

শ্রাবণ-ভাদ্র—১৩৬৯ বাং জুলাই-আগষ্ট—১৯৬২ ইং

সফর-রবিউল আউওয়াল—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৩৪৯
২। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৩৫৭
৩। ইমাম আবুদাউদ (রঃ)	(জীবনী)	মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ খান রহমানী	৩৬৫
৪। হযরত মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী	(জীবনী)	মেহতাব আলী বি. এ,	৩৬৯
৫। মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ	(প্রবন্ধ)	মোঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি	৩৭৩
৬। পাক ভারত-উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস		আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৩৭৭
৭। আজাদী-দিনের শপথ	(কবিতা)	এস, বেলায়েত হুসেন	৩৮০
৮। আজাদী দিবস	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৮১
৯। কোফর ও কাফের	(আলোচনা)	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী	৩৮৭
১০। আজাদী স্মরণে	(কবিতা)	আবু তাহের রফিউদ্দীন আনসারী	৩৯২
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ		সম্পাদক	৩৯৩
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		... ...	৩৯৮

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৫ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	জুলাই-আগষ্ট ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, সফর-রবিউল আউয়াল ১৩৮২ হিঃ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬৯ বংগাব্দ	অষ্টম সংখ্যা

প্রকাশ মহল : ১৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

শেখ আবদুর রহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

একাদশ রুকূ' : আয়াত ৯৪—১০৪

৯৪) قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صدقين ٥

৯৪। [হে নবী, তাহাদিগকে] বলুন, ["তোমাদের দাবীমতে] পরবর্তী জগৎ যদি আর সকল লোককে বাদ দিয়া একমাত্র তোমাদের [সুখভোগের] জন্য হইয়া থাকে তবে তোমরা যদি [নিজ দাবী সম্পর্কে] সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর দেখি।"

www.ahlehadeethbd.org

٩٥) ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين .

৯৫। আর তাহারা [আখিরাতের জন্য] পূর্বাহ্নে [দুনয়াতে] নিজ হাত দ্বারা যাহা সম্পাদন করিয়া থাকে তাহার কারণে তাহারা কখনও কিছুতেই উহা কামনা করিবেনা। আর আল্লাহ অনাচারীদের সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন।

٩٦) ولتجدنهم احرص الناس على حيوة، ومن الذين اشركوا، يود احدهم لو يعمر الف سنة، وماهو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، والله بصير بما يعملون .

৯৬। আর [হে নবী,] দীর্ঘায়ু [আকাঙ্খার] ব্যাপারে আপনি তাহাদিগকে তামাম লোকের মধ্যে সর্বাধিক লোভী—এমন কি মুশরিকদের চেয়েও অধিক লোভী পাইবেন। তাহাদের প্রত্যেকে কামনা করে যে, তাহাকে যেন হাযার বৎসর পরমায়ু দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার দীর্ঘায়ু লাভ তাহাকে [আল্লার] আযাব হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবেনা। আর তাহারা যাহা করে তাহা আল্লাহ সম্যক দর্শনকারী।[১০১]

১০১। কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে পাশাপাশি তিনটি বাক্যাংশকে দুই ভাবে তিলাওত করা সঙ্গত হয় বলিয়া তাহাদের তরজমা ও তাৎপর্য দুই প্রকার হইয়া থাকে। ইহাদের প্রথমটির পরে তিনটি বিন্দু চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টির পরেও তিনটি বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হয় এবং চিহ্ন معانقه র চিহ্ন বলা হয়। যথা, এই আয়াতে حيوة পর্যন্ত একটি অংশ, "ومن الذين اشركوا" দ্বিতীয় অংশ এবং يود হইতে سنة পর্যন্ত তৃতীয় অংশ রহিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রথম অংশটিকে স্বয়ঃসম্পূর্ণ অংশ ধরিয়া দ্বিতীয় অংশটিকে তৃতীয় অংশের সহিত মিলিত ধরা যাইতে পারে অথবা প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের সহিত মিলিত ধরিয়া তৃতীয় অংশকে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করা যাইতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম অংশের পরে وقف হইবে, আর দ্বিতীয় অংশের পরে وقف হইবেনা। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথম অংশের পরে وقف না হইয়া দ্বিতীয় অংশের পরে وقف হইবে। প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের সহিত যুক্ত ধরিয়া যেরূপ তরজমা হইতে পারে সেই তরজমাই উপরে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার তরজমা এইরূপ হইবে।

"আর [হে নবী,] দীর্ঘায়ু [আকাঙ্খার] ব্যাপারে আপনি তাহাদিগকে [মুমিন মুশরিক প্রভৃতি] যাবতীয় লোকের মধ্যে সর্বাধিক লোভী পাইবেন। আর মুশরিকদের মধ্যে একদল এমন লোক আছে যাহাদের প্রত্যেকে কামনা করে যে, তাহাকে যেন হাযার বৎসর পরমায়ু দেওয়া হয়"।

তরজমা দুইটির তাৎপর্যে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় তাহা এই :—**প্রথম তরজমা অনুসারে**—প্রত্যেক য়াহুদী হাযার বৎসর পরমায়ু কামনা করে এবং মুশরিকদের মধ্যে যাহারা খুব বেশী পরমায়ু কামনা করে তাহারা হাযার বৎসরের চেয়ে কম পরমায়ুই কামনা করে। কিন্তু

দ্বিতীয় তরজমা অনুসারে—কাফিরদের মধ্যে যাহারা খুব বেশী পরমায়ু কামনা করে তাহাদের প্রত্যেকে হাযার বৎসর আয়ুই কামনা করে; আর য়াহুদীগণ হাযার বৎসরেরও বেশী পরমায়ু কামনা করে।

নিজ কালামের খাঁটি তাৎপর্য আল্লাই জানেন।

www.ahlehadeethbd.org

٩٧) قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ٥

৯৭। (হে নবী, আপনি য়াহুদীদের) বলুন, যদি কোন ব্যক্তি জিব্‌রীলের শত্রু হয় তবে সে সম্পর্কে কথা এই যে, জিব্‌রীল তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে আপনার অন্তরে উহাই নাযিল করে যাহা উহার সম্মুখে যাহা রহিয়াছে তাহার সত্যতা বিঘোষক এবং মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও ও সুসংবাদ বাহক।[১০২]

٩٨) من كان عدوا لله وملئكته ورسله وجبريل وميكل فان الله عدو للكفرين ٥

৯৮। যাহারা আল্লার অথবা তাঁহার মালাইকার অথবা তাঁহার বাণীবাহকদের অথবা শুধু জিব্‌রীলের অথবা শুধু মীকালের শত্রু হয় তাহাদের কথা এই যে, (তাহারা ফাফির; এবং)

১০২। বর্ণিত আছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবন সুরিয়া নামক জনৈক য়াহুদী 'আলিম নবী সঃ-কে জিজ্ঞাসা করে, "আসমান থেকে কোন্ ফিরিশতা আপনার নিকট যাতায়াত করে? নবী সঃ বলেন, "জিবরীল।" তখন সে বলে, "জিবরীল তো আমাদের দুশমন। সে তো আমাদের প্রতি বিপদাপদ ও শাস্তি আনিয়া থাকে। হাঁ, মীকাঈল যদি আপনার নিকট যাতায়াত করিত তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিতাম।" য়াহুদী পণ্ডিতের উক্তির প্রতিবাদে এই আয়াত ও পরবর্তী দুইটি আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতটির তাৎপর্য দুইভাবে বর্ণনা করা হয়ঃ—

প্রথম তাৎপর্য—যদি কোন য়াহুদী জিবরীল আঃ-কে শত্রু জ্ঞান করে তবে তাহার পক্ষে ঐ মনোভাব পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, য়াহুদীগণ আন্তরিকভাবে কামনা করিত এবং বিশ্বাসও রাখিত যে, ইসরাঈলীয় ছাড়া অপর কোন ব্যক্তি কখনই পয়গাম্বরী পাইবেনা—পয়গম্বরী পাইতে পারে না। কাজেই শেষ-নবী-ইসরাইল বংশেই হইবে। অনন্তর অ-ইসরাইলীয় কুরাইশ বংশের মুহম্মদ সঃ কে যখন কার্যতঃ সর্বশেষ পয়গম্বরী প্রদত্ত হয় তখন য়াহুদীদের ঐ আশা ধুলিসাৎ হওয়ার ফলে য়াহুদ জাতি অত্যন্ত রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ক্রোধে দিশাহারা হইয়া যে কেহ হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাকেই নিজেদের দুশমন বলিয়া ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় তাৎপর্য—য়াহুদীদের পক্ষে জিবরীল আঃ কে শত্রু জ্ঞান করা একাধিক কারণে অর্থহীন ও মূর্খতার পরিচায়ক। প্রথমতঃ হযরত মুহম্মদ সঃ-কে পয়গম্বরী পৌছাইবার ব্যাপারে জিবরীল আঃ মোটেই অপরাধী নন। কারণ তিনি তো আল্লাহ তা'আলার হুকম অনুসারেই হযরত মুহম্মদ সঃ-র নিকট পয়গম্বরী পৌছান। দ্বিতীয়তঃ জিবরীল আঃ নবী সঃ-কে যাহা পৌছান তাহার বিষয়বস্তু কোন প্রকারে দোষনীয় নয়; বরং উহা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কারণ জিবরীল আঃ যাহা কিছু নবী সাঃ-কে পৌছাইয়া থাকেন তাহা ঐ সকল বিষয় বস্তুরই সত্যতা ঘোষণা করে যেসকল বিষয়বস্তু য়াহুদীদের ঐ তাওরাত কিতাবে মওজুদ রহিয়াছে যে তাওরাত কিতাব য়াহুদীগণ মানিয়া চলে বলিয়া দাবী করে। তৃতীয়তঃ, জিবরীল আঃ নবী মুহম্মদ সঃ-কে যাহা কিছু পৌঁছাইয়া থাকেন তাহা আগাগোড়া সুপথের সন্ধানে ও সুসংবাদে ভরপুর। এমত অবস্থায় যদি কেহ জিবরীল আঃ-কে শত্রু জ্ঞান করে তবে তাহা প্রকারান্তরে আল্লাহকে শত্রু জ্ঞান করারই শামিল হয়। এই কথাটি আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে পরিস্কারভাবে বলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৯৯) ولقد انزلنا اليك ايت بينت، ومايكفر بها الا الفسقون ٥

(১০০) اوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل اكثرهم لايؤمنون .

(১০১) ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتب، كتب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ٥

(১০২) واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملك سليمن، وما كفر سليمن ولكن الشيطين

আল্লাহ ঐ কাফিরদের শত্রু

৯৯। (হে নবী,) আমি আপনার প্রতি প্রকৃতই প্রকাশ্য, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করিয়াছি—কেবলমাত্র দুষ্কৃতি পরায়ণ লোকেরাই ঐ নিদর্শনগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাকে।

১০০। কী আশ্চর্য! তাহারা যতবারই কোন চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে ততবারই তাহাদের একটি বৃহৎ দল ঐ চুক্তি [পালন না করিয়া উহা] দূরে ফেলিয়া দিয়াছে—বরং [প্রকৃত ব্যাপার এই যে,] তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমানই রাখে না। [ঈমানের দাবী করে মাত্র।]

১০১। আর য়াহুদীদের সঙ্গে [তাওরাৎ কিতাব, ইসরাঈলীয় নবীদের বাণী প্রভৃতি] যাহা কিছু আছে তাহার সত্যতা ঘোষণাকারী রসূল, [নবী মুহাম্মদ] যখন আল্লার তরফ হইতে তাহাদের নিকট আসিল তখন ঐ [তাওরাৎ] কিতাব প্রদত্ত লোকদের একটি বৃহৎ দল আল্লার ঐ [তাওরাৎ] কিতাবকে এমনভাবে [পরিত্যাগ করিয়া] তাহাদের পশ্চাতে ফেলিয়া দিল যেন তাহারা ঐ [তাওরাৎ] কিতাবের কিছুই বুঝে না।

১০২। তারপর, দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ ও জিন্ন সুলাইমানের রাজত্বের দোহাই দিয়া[১০৪] এবং বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপরে অবতীর্ণ হওয়ার দোহাই দিয়া

১০৩। য়াহুদীগণ আল্লার অথবা তাঁহার কোন ফিরিশতার অথবা তাঁহার কোন বাণী-বাহকের শত্রুতা করিয়া তাঁহাদের কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেনা। পক্ষান্তরে আল্লাহ য়াহুদীদের শত্রু হওয়ার ফলে, য়াহুদীদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বরবাদ।

১০৪। 'সুলাইমানের রাজত্বের দোহাই দিয়া' —হযরত সুলাইমান আঃ-র যমানায় দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ও জিন্নেরা মহামানব ও ফিরিশতা হইতে আরম্ভ করিয়া জিন্ন, গ্রহ-উপগ্রহ নৈসর্গিক শক্তিসমূহ প্রভৃতি মখলুকের উদ্দেশ্যে এমন সব বন্দনা স্তব-স্তুতি রচনা করে যে সকল বন্দনা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য ও যোগ্য। তার পর তাহারা ঐ সকল স্তব-স্তুতির সহিত ঐ মখলুকগুলির দোহাই যুক্ত করিয়া দিয়া তাহাতে মনস্কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা জুড়িয়া দেয়। হযরত সুলাইমান আঃ-র ইন্‌তিকালের পরে ঐ দুরাচারী মানুষ ও জিন্নেরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে যে, ঐ সকল বন্দনা, স্তব-স্তুতি ও দোহাইযুক্ত প্রার্থনার অনুশীলন করিয়াই হযরত সুলাইমান এত বিশাল সাম্রাজ্যের

www.ahlehadeethbd.org

كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل على
الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمن
من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر،
فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء
وزوجه، وماهم بضارين به من احد الا باذن
الله، ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم، ولقد
علموا لمن اشتراه مالـه فى الاخرة من
خلاق، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا
يعلمون .

যাহা কিছু পাঠ করিয়া আসিতেছিল ঐ য়াহুদী-গণ তাহারই অনুসরণ করিতে লাগিল। [বস্তুতঃ] সুলাইমান কোন কুফর করে নাই, [কোন যাদু অনুশীলন করে নাই],—বরং দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ ও জিন্নেরা লোককে যাদু বিদ্যা[১০৫] শিক্ষা দিয়া কুফর করিত। আর হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তা-দ্বয়ও ঐ সকল যাদু[১০৬] কাহাকেও শিক্ষা দেয় নাই। [কোন লোক যাদু শিক্ষার উদ্দেশ্যে হারূত ও মারূতের নিকট গেলে] তাহারা বলিত, "আমরা [মানুষের জন্য] পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নই। অতএব তুমি [যাদু শিক্ষা করিয়া] কাফির হইওনা। অনন্তর লোকে তাহাদের নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা করে যদ্বারা তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে[১০৬]। বস্তুতঃ আল্লার হুকুম না হইলে তাহারা যাদু দ্বারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারেনা[১০৭]। আরও তাহারা ঐ বিষয়গুলিই শিক্ষা করিয়া থাকে যাহা তাহাদের কোন উপকারে না আসিয়া বরং তাহাদের ক্ষতিই করিয়া থাকে। তাহারা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, যে কেহ [তাওরাতের বদলে] এই যাদু বিদ্যা গ্রহণ করে তাহার জন্য আখিরাতে সওয়াবের কোনই অংশ নাই। আর তাহারা যাহার বিনিময়ে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে তাহা কত জঘন্য![১০৮] তাহারা যদি [ইহা] হৃদয়ঙ্গম করিত![১০৯]

অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ইহারই প্রভাবে মানুষ জিন্ন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ঝড়-বায়ু ইত্যাদি তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। এইগুলিই ছিল তাঁহার সকল ক্ষমতার মূল উৎস এবং এই গুলির উপরেই নির্ভর করিত রাজ ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা ঐ দুষ্কৃতি পরায়ণ মানুষ ও জিন্নের এবম্প্রকার প্রচারের প্রতিবাদে বলেন যে, তাহাদের ঐ উক্তি একেবারে মিথ্যা। বস্তুতঃ সুলাইমান কখনও ঐ সকল কুফরের বা কোন কুফরেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ঐ গুলি শয়তানদের নিজেদের কল্পনা প্রসূত এবং তাহা-রাই সর্বপ্রথম লোকদের এই সব কুফর যাদু শিক্ষা দেয়।

১০৫ سحر বা যাদু বিদ্যা। سحر শব্দের মূল অর্থ গোপনীয় বিষয়। ব্যবহারিক অর্থে سحر বা যাদু বলিতে এমন ঘটনা সম্পাদন বুঝায় যাহার মূল কারণ সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা যায় না। সম্পাদিত

www.ahlehadeethbd.org

ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে এক দিকে যাদু এবং অপর দিকে মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়না; কিন্তু ঐ ঘটনা সম্পাদিত হওয়ার পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করিলে কোন্‌টি যাদু, কোন্‌টি মু'জিযা ও কোন্‌টি কারামত তাহা জানা যায়। বাহ্যতঃ سحر ও معجزه-র মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকায় মিসর-রাজ ফির'আউন হযরত মূসা আঃ-র মু'জিযাদ্বয়কে যাদু এবং হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারূণ আঃ-কে যাদুকর আখ্যা দিয়া এবং আরবের মুশ্‌রিকরা হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে যাদুকর আখ্যা দিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

যাদু, মু'জিযা ও কারামতের সংজ্ঞা ও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য—

আল্লাহ-তা'আলা একমাত্র মা'বূদ এবং তিনিই সর্ব ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী এই বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে সে যদি আল্লাহ তা'আলার রীতিমত 'ইবাদত ও গুণগান করতঃ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁহার ঐ প্রার্থনার ফলে আল্লাহ-তা'আলা যদি তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার দ্বারা কোন অসাধারণ ঘটনা সম্পাদন করান তবে ঐ ঘটনাটি যাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয় তিনি যদি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করেন তাহা হইলে ঐ ঘটনাটিকে **মু'জিযা** বলা হয়—কিন্তু তিনি যদি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী না করেন বরং নিজেকে কোন পয়গম্বরের অনুসরণকারী বলিয়া দাবী করেন তবে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনাটিকে **কারামত** বলা হইবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়া কোন মানবকে বা কোন জিন্নকে বা কোন ফিরিশ্‌তাকে বা কোন গ্রহ-উপগ্রহকে বা কোন নৈসর্গিক শক্তিকে বা অন্য কোন মখলুককে ক্ষমতার মূল মালিক ও সর্বেসর্বা বিশ্বাস করে এবং তাহার বন্দনা ও স্তবস্তুতি দ্বারা তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে তবে এইরূপ ক্ষেত্রে **সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা** যদি ঐ ব্যক্তির অভিলষিত অসাধারণ ঘটনাটি ঐ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করান তবে ঐ ঘটনাটিকে বলা হইবে استدراج বা আল্লাহ-তা'আলার প্রশ্রয় দান।

মু'জিযা ও কারামতের মূলে রহিয়াছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ-তা'আলার উদ্দেশ্যে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। এক্ষেত্রে না আছে কোন শির্‌ক আর না আছে কোন কুফর। পক্ষান্তরে ইস্‌তিদ্‌রাজের মূলে আছে যাদুর অস্তিত্ব এবং ঐ যাদুর মধ্যে রহিয়াছে প্রকাশ্য শির্‌ক ও কুফর। এই কারণেই যাদুকে কুরআন মজীদে কুফর বলা হইয়াছে। মুমিন মুসলিমের পক্ষে যাদুর অনুশীলন করা হারাম।

মু'জিযা, কারামত ও ইসতিদ্‌রাজ ছাড়া আরও কয়েকভাবে সাধারণের অবোধগম্য ঘটনা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। যথা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, হাতের সাফাই ও ভেল্‌কীবাজী দ্বারা অভিনব ঘটনা সম্পাদন। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে যাদুই নয় কিন্তু এই গুলি যাদুর মতই জনসাধারণের অবোধগম্য বলিয়া 'যাদু' পরিভাষার ব্যবহার শিথিল করতঃ এইগুলিকে যাদু বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শির্‌ক বা কুফর জড়িত নাই বলিয়া এই গুলির অনুশীলন কুফর না হইলেও ইহাদের কোন কোনটি অবস্থা বিশেষে لغو বা 'নিরর্থক কাজ' এর আওতায় পড়ে এবং সেই ক্ষেত্রে উহা মুমিনের পক্ষে পরিত্যাজ্য হইয়া উঠে।

১০৬ শয়তান মানুষ ও জিন্নেরা যাদুর মাধ্যমে কুফর শির্‌ক প্রচারকল্পে নানা প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। যথা যাদুর সহিত হযরত সুলাইমান আঃ-র কোনই সম্পর্ক বা সংশ্রব না থাকা সত্তেও শয়তান মানুষ ও জিন্নেরা তাঁহার নামে মিথ্যা করিয়া বহু যাদু প্রচার করে এবং বলে যে, ঐ সকল যাদু সুলাইমান পয়গম্বর আঃ-র অনুসৃত যাদু। কাজেই ঐ যাদুগুলির অনুশীলন কোন ক্রমেই দোষণীয় হইতে পারেনা; বরং উহা প্রশংসনীয়ই হইবে। এইভাবে তাহারা যাদুর বৈধতা, আবশ্যকীয়তা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয় লোককে এমন বিষয়

www.ahlehadeethbd.org

শিক্ষা দিত যদ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে। ঐ ফিরিশ্‌তাদ্বয় যাহা শিক্ষা দিতেন তাহার স্বরূপ আল্লাহ-তা'আলা বর্ণনা করেন নাই। কাজেই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, ফিরিশ্‌তাদ্বয় যাহা শিক্ষা দিতেন তাহা যাদুই ছিল। তর্কচ্ছলে যদি স্বীকার করা হয় যে, উহা যাদুই ছিল তবে এতটুকুই নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, ফিরিশ্‌তাদ্বয় কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রী-বিচ্ছেদ সাধনকারী একটি মাত্রই যাদু শিক্ষা দিতেন। কাজেই দেখা যায় ফিরিশ্‌তাদ্বয় হয় ত কোনই যাদু শিক্ষা দেন নাই অথবা একটি মাত্র যাদু শিক্ষা দেন। অনন্তর শয়তান মানুষ ও জিন্নেরা ঐ ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের নামে মিথ্যা করিয়া বহু যাদু প্রচার করে এবং বলে যে, এই সব যাদু ফিরিশ্‌তার শিক্ষা যাদু। কাজেই এগুলির অনুশীলন প্রশংসনীয় হইবেই হইবে। এই ভাবে শয়তান মানুষ ও জিন্নেরা ঐ সকল যাদুর বৈধতা, উৎকর্ষ ও গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

১০৭ **যাদুর প্রভাব ও ফল**—যাদুর মধ্যে যে সকল মখলুকের বন্দনা ও স্তব-স্তুতি করতঃ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তাহাদের কেহই কোন লোকেরই কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে না। কারণ সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা।

তারপর কোন ব্যক্তি যদি যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা যে ক্ষেত্রে ঐ যাদু দ্বারা প্রার্থিত বস্তুটি ঐ ব্যক্তির জন্য মন্‌যুর করিবার ইচ্ছা করে সে ক্ষেত্রে তিনি ঐ ব্যক্তির জন্য তাহার প্রার্থিত বস্তু মন্‌যুর করেন; আর যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যাদুর আশ্রয় গ্রহণকারীকে তাহার প্রার্থিত বস্তু হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইচ্ছা করেন সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে তাহার প্রার্থিত বস্তু হইতে বঞ্চিত রাখেন। ফল কথা, যাদু দ্বারা প্রার্থিত বস্তু লাভ করা বা না করা আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

১০৮ অর্থাৎ সামান্য, নশ্বর পার্থিব সুখ-সম্পদের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান বিনষ্ট করিয়া তাহারা অতীব জঘন্য কাজ করিয়াছে।

১০৯ সর্বশেষে এই আয়াত সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয় সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে সেই সম্পর্কে এমন কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উঠে যাহা এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত হইতে জানা যায় যে, মানুষের পক্ষে যাহা কিছু শিক্ষনীয় তাহা আল্লাহ-তা'আলা ফিরিশ্‌তাযোগে কোন বিশিষ্ট মনোনীত মানুষকে জানাইয়া থাকেন এবং সেই বিশিষ্ট মনোনীত মানুষ অপর লোকদেরে উহা শিক্ষা দেন। আল্লাহ-তা'আলা জনসাধারণকে ফিরিশ্‌তা দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুই শিক্ষা দেন না। ইহাই আল্লার অনুসৃত রীতি। এখানে বলা হইয়াছে যে, দুষ্ট-প্রকৃতির মানুষ ও জিন্ন হারূত ও মারূত নামক ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয় শিক্ষা করিত। প্রশ্ন উঠে, তাহারা ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করিত অথবা কোন বিশিষ্ট মনোনীত মানুষের মধ্যস্থতায় শিক্ষা করিত। তফসীরকারদের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা ফিরিশ্‌তাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করিত। কাজেই প্রশ্ন উঠে, এ ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ কারণে আল্লাহ তা'আলা নিজ চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন?

দ্বিতীয়তঃ, এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যাদু তথা কুফ্‌র শিক্ষা দিবার জন্য দুই জন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা লোকেদের কুফর করিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন। এখন প্রশ্ন উঠে, আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এই প্রকার 'আকীদা রাখা এবং ফিরিশ্‌তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ কাজ করা সঙ্গত কি না। এই সকল কারণে একদল তফসীরকার الملكين র لام এ كسره হওয়ার পাঠকে প্রাধান্য দিয়া

www.ahlehadeethbd.org

১০৩) ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة
من عند الله خير، لو كانوا يعلمون .

১০৪) يايها الذين امنوا لا تقولوا
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، و للكفرين
عذاب اليم ○

১০৩। আর তাহারা যদি [নবী মুহম্মদ-সঃ সম্পর্কে] ঈমান অবলম্বন করতঃ [কুফর, যাদু প্রভৃতি] পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া চলিত তাহা হইলে আল্লার নিকটে তাহাদের প্রতিদান বাস্তবিকই উত্তম হইত। যদি তাহারা বুঝিত !

১০৪। হে মুমিনগণ তোমরা [নবীর দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে] **‘রা‘ইনা’** না বলিয়া বরং **‘উন্‌যুরনা”** বলিও [১১০] এবং [মন দিয়া] শুনিও ; [১১১] আর কাফিরদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। [১১২]

থাকেন এবং ماانزل র অর্থ করেন ما الهم তখন অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—শয়তান, মানুষ ও জিন্নেরা ঐ সকল যাদুর অনুসরণ করিতে লাগিল যাহা বাবিল শহরের হারূত ও মারূত রাজাদ্বয়ের অন্তরে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতের প্রতিবাদে বলা হয় যে, الملكين র لام এ فتح র পাঠ متواتر (মুতওয়াতির) কাজেই লামএর كسره র পাঠকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না।

অনুবাদকের মতে—والله اعلم بالصواب الملكين র متواتر পাঠ অব্যাহত রাখিয়া—যদি উহার مجازى অর্থ গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ الملكين র অর্থ ‘ফিরিশতাদ্বয়’ না করিয়া উহার ভাবার্থ ‘ধার্মিক সাধু মানুষদ্বয়’ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে এই জটিল প্রশ্নগুলির মীমাংসা সম্ভব হয়। তখন অর্থ এই দাঁড়ায়—বাবিল শহরের হারূত ও মারূত নামক ধার্মিক সাধু মানুষদ্বয়ের অন্তরে যে যাদুগুলি উদিত হয় য়াহুদীগণ তাহা গ্রহণ করে এবং তাহার সহিত আরও বহু যাদু মিশ্রিত করিয়া তাহাদের নামে প্রচার করে। ইমাম বাইযাবী তাঁহার তফসীর গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন,

وقيل رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهما

অর্থাৎ এ সম্বন্ধে একটি মত এই যে, তাঁহারা দুইজন মানুষ—তাঁহাদের সাধুতার কারণে তাঁহাদিগকে ফিরিশ্‌তা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

১১০। কাহারও কোন কথা দ্বিতীয় বার নির্ভুলভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে ইংরাজীতে যেমন ‘Beg your pardon’ ব্যবহৃত হয় আরবী ভাষায় সেইরূই ‘راعنا’ ‘রা‘ইনা’ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। راعنا ‘রা‘ইনা’র অর্থ ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।’ তদনুসারে সাহাবীগণ নবী করীম সঃ-র কোন কথা দ্বিতীয়বার শুনিবার প্রয়োজন বোধ করিলে راعنا রা‘ইনা বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। কিন্তু য়াহুদীগণ এই راعنا লইয়া শব্দের খেলা খেলিত। তাহারা ইহার উচ্চারণে এমন কিছু রদ-বদল করিত যাহার ফলে ইহা গালিতে পরিণত হইত। যথা, তাহারা কখন কখন راعنا ‘রা‘ইনা’—র হ্রস্ব ই-র হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করিয়া راعينا ‘রা‘ঈনা’ বলিত, যাহার অর্থ হইত ‘আমাদের রাখাল’ ‘শোন’ আল্লাহ তোমাকে না শোনাক।’ আবার কখন ‘নুন’ এর পরবর্তী দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব করিয়া راعن বলিত, যাহার অর্থ হইত নির্বোধ। য়াহুদীগণ যাহাতে শব্দের এই খেলা আর খেলিতে না পারে সেই জন্য আল্লাহ তা‘আলা সাহাবীদিগকে راعنا ‘রা‘ইনা’ ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া انظرنا ব্যবহার করিবার হুকুম দেন। راعنا এবং انظرنا উভয়ের অর্থ একই। উভয়ের অর্থই ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।’

১১১। এই অংশে আল্লাহ তা‘আলা সাহাবীদের এই নির্দেশ দেন যে, তাঁহারা যেন নবীর প্রত্যেকটি কথা মন দিয়া শুনেন যাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে انظرنا ইত্যাদি বলিবার প্রয়োজন না হয়।

১১২। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নবী সঃ-র মর্যাদা হানিকর উক্তি করা কুফর।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩৪) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) (বাজারে) গমের একটি স্তূপের নিকট দিয়া গমন করিলেন। তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত স্তূপের ভিতরে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার অঙ্গুলিগুলি সিক্ত হইয়া গেল। রসূলুল্লাহ (দঃ) গমের মালিককে সম্বোধন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! ইহাতে বৃষ্টি পতিত হইয়াছে, হযরত বলিলেন, তাহা-হইলে সিক্ত অংশটুকু স্তূপের উপরে করিয়া দেও নাই কেন? যাহাতে ক্রেতারা দেখিতে পাইত (এবং ধোকায় পতিত হইত না) দেখ, যাহারা প্রবঞ্চনা করে তাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا ياصاحب الطعام قال اصابته السحاب يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس منا

৩৫) জনাব আবদুল্লাহ বিন বুরায়দ স্বীয় পিতার নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, আঙ্গুরের (কাটার) মওসুমে যাহারা উহা পুঞ্জীভূত করিয়া রাখে যাহাতে উহা সেই সমস্ত লোকের নিকট বিক্রয় করিতে পারে যাহারা উহা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করিবে বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে সজ্ঞানে দোযখে নিক্ষেপ করিতেছে।—তবরানী স্বীয় আওসতে হাসন সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة

৩৬) জননী আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, লভ্যাংশ দণ্ডের পরিবর্তে (গৃহীত) হইবে।[১] —আহমদ ও সুনন, বুখারী ও আবু দাউদ ইহাকে যয়ীফ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে জারুদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম ও ইবনুল কাত্তান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الخراج بالضمان

৩৭) হযরত উরওয়া বারেকী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) তাহাকে কুরবানীর জন্য একটি বকরী ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে দুইটি বকরী ক্রয় করতঃ তন্মধ্যে একটি এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করিলেন এবং একটি বকরী সহ অপর দীনারটি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে লইয়া আসিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বরকতের দোয়া করিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মাটি ক্রয় করিলেও তাহাতে লাভবান

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعطاه دينارا ليشترى به اضحية او شاة فاشترى به شاتين فباع احدهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه فكان لواشترى ترابا اربح فيه

১) অর্থাৎ কোন লোক কোন বস্তু ক্রয় করিলে বিক্রয় বাতিল করার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যদি উক্ত বস্তু দ্বারা কোন কিছু উপার্জিত হয় তাহাহইলে উহার অধিকারী ক্রেতাই হইবে কারণ ক্রয় বাতিল করার পূর্বে যদি উক্ত বস্তু নষ্ট হইয়া যায় তাহাহইলে ক্রেতাকেই উহার দণ্ড দিতে হয় সুতরাং উহার লাভের অধিকারীও সেই হইবে। খেরাজ অর্থ লভ্যাংশ; যমান অর্থ দণ্ড।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতেন।—আহমদ ও সুনন—নাসায়ী ব্যতীত। ইমাম বুখারী অন্য হাদীসের মধ্যে ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু ইহার শব্দগুলি বর্ণনা করেন নাই। ইমাম তিরমিযী হকীম বিন হেযামের সূত্রে ইহার একটি শাহেদও বর্ণনা করিয়াছেন।

৩৮) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভস্থ ছানা ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। পশুর উলানের দুগ্ধ বিক্রয় করা এবং পলাতক গোলাম খরিদ করা, গণিমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে ক্রয় করা, ছাদ্‌কা গ্রহণ করার পূর্বে বিক্রয় করা এবং ডুবুরী[১] কর্তৃক প্রতিশ্রুত বস্তু ক্রয় করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।—ইব্‌নে মাজাহ বয্‌যার ও দারকুত্‌নী দুর্বল সনদে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ان النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نهی عن شراء مافی بطون الانعام حتی تضع وعن بیع مافی ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتی تقسم وعن شراء الصدقات حتی تقبض وعن ضربة الغائص

৩৯) হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা পানিতে থাকা অবস্থায় মাছ ক্রয় করিও না কারণ ইহাতে প্রতারণা রহিয়াছে। আহমদ, ইহার মওকুফ হওয়াই উত্তম বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم لاتشتروا السمك فی الماء فانه غرر

৪০) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) খেজুরের পরিপক্কতা লাভের পূর্বে বিক্রয় করা, পশু-পৃষ্ঠের পশম বিক্রয় এবং উলানের দুগ্ধ বিক্রয় করা নিষেধ করিয়াছেন। —তব্‌রানী স্বীয় আওসতে, দারকুত্‌নী। আবুদাউদ ইহাকে ইক্‌রিমার মুর্সাল রেওয়ায়ত সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আর ইহাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আবুদাউদ উহাকে ইব্‌নে আব্বাস হইতে মওকুফ ভাবেও মজবুত সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। বয়হকী ইহাকে তর্‌জীহ্ দিয়াছেন।

نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ان تباع ثمرة حتی تطعم ولایباع صوف علی ظهر ولا لبن فی ضرع

৪১) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে নবী করীম (দঃ) উষ্ট্রিগর্ভে যে বাচ্চা রহিয়াছে এবং উষ্ট্র পৃষ্ঠে যে বীর্য রহিয়াছে তাহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—বয্‌যার দুর্বল সনদে।

ان النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نهی عن بیع المضامین و الملاقیح

৪২) তিনি (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের ক্রয় বাতিল করিয়া দিতে রাযী হইয়া যায় আল্লাহ তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি (প্রলয় দিবসে) ক্ষমা করিয়া দিবেন।[২] —আবু দাউদ ও ইব্‌নে মাজাহ্; ইব্‌নে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم من اقال مسلما بیعة اقال الله عثرته

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খিয়ার বা অধিকারের বিবরণ

৪৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)

১। যব্‌বাতুল্‌গায়েসের নিয়ম এই যে, কোন লোক বলে "আমি ডুব দিতেছি ইহাতে যাহা পাই তাহা তোমার নিকট বিক্রয় করিতেছি" এরূপ ক্রয় বিক্রয় করা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে কারণ যাহা ক্রয় করা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

২। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে কোন বস্তু ক্রয় করিল অতঃপর সে কোন কারণ বশতঃ উহাতে লজ্জিত হইয়া বিক্রেতাকে উহা ফিরাইয়া দিতে চাহিলে বিক্রেতা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তাহা হইলে প্রলয় দিবসে আল্লাহ তাহার পদস্খলন ক্ষমা করিবেন, কারণ সে বাধ্য না থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলিম ভ্রাতার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছে এবং ক্রয় সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিক্রিত বস্তু পুনরায় গ্রহণ করিয়া ক্রেতাকে বিপদ-মুক্ত করিয়াছে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ)ইর্শাদ করিয়াছেন যখন কোন দুইজন লোক ক্রয়-বিক্রয় করে তখন যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না অথবা তাহাদের একজন নির্দিষ্ট ভাবে অপরকে সেই অধিকার প্রদান করিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি একজন অপর জনকে ইখ্তিয়ার[১] দিয়া থাকে আর এই ভাবেই ক্রয় সংঘটিত হইয়া যায় তাহা হইলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হইয়া যাইবে, তদ্রূপ যদি তাহাদের উভয় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে আর তাহাদের কেহ ক্রয় অথবা বিক্রয় পরিত্যাগ না করিয়া থাকে তাহা হইলেও উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অবশ্য-ম্ভাবী হইয়া যাইবে।—বুখারী ও মুসলিম ; শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا ابتاع رجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا اويخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذالك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

৪৪) হযরত আম্‌র বিন শুআইবের (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার (বয়' বাতিল করার) এখ্তিয়ার থাকিবে যতক্ষণ না তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু যদি উহা খিয়ার প্রদত্ত বয়' (ক্রয়-বিক্রয়) হয় (তাহা হইলে বিচ্ছেদ ক্ষতিকারক হইবে না)এবং একজনের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার ভয়ে অপর ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে বৈধ নহে।—সুনন, ইব্‌নে মাজা ব্যতীত; দারকুত্‌নী, ইব্‌নে খুযায়মা এবং ইব্‌নে জারুদ এই হাদীসটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। অপর বর্ণনাতে 'উভয়ের حتى يتفرقا من مكانهما নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله

৪৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে শেকায়ত করিল যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে (এই অবস্থায় তাহার কি করা উচিত)? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় কর তখন বলিবে "লা খালাবাতা" ধোকা নাই (ইহাতে প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইবে কারণ পরে প্রবঞ্চনা ধরা পড়িলে উহা বাতিল করার অধিকার তাহার থাকিবে)।—বুখারী ও মুসলিম

ذكر رجل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه يخدع فى البيوع فقال اذا بايعت فقل لاخلابة

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

সুদের বর্ণনা

৪৬) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) সুদখোর, সুদদাতা, উহার লেখক এবং উহার সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত।—মুসলিম; ইমাম বুখারী আবু জুহায়ফার (রাযিঃ) সূত্রে এইরূপ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

৪৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন সুদের তেহাত্তরটি পর্যায় রহিয়াছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ যাহা তাহার পাপ একজন লোকের স্বীয় মাতাকে বিবাহ করার

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الربوا ثلثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم

---

১) খেয়ার—ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ইহা কয়েক প্রকার হয়। আলোচ্য হাদীসে খিয়ারে মজ্‌লিছ অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করা পর্যন্ত এই অধিকার থাকিবে বর্ণিত হইয়াছে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমতুল্য এবং সর্ববৃহৎ রিবা হইতেছে মুসলমানের মানহানী করা।—ইবনে মাজা সংক্ষিপ্ত ভাবে এবং হাকিম পূর্ণভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪৮) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, দেখ. তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বেশী কমী করিয়া বিক্রয় করিও না কিন্তু সমান সমান; উহার একটিকে অপরটি হইতে অধিক গ্রহণ করিও না। এই রূপে রূপাকে রূপার বিনিময়ে বেশী কমি করিয়া বিক্রয় করিও না কিন্তু সমান সমান (বিক্রয় করিতে পার)। একটি অপরটি হইতে বৃদ্ধি করিও না এবং উহার মধ্যে অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولاتبيعوا منها غائبا بناجز

৪৯) হযরত উবাদা বিন সাবেত (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রূপা রূপার বিনিময়ে, গম গমের বদলে, যব যবের পরিবর্তে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবণ লবণের দ্বারা সমান সমান করিয়া নগদ বিক্রয় করা যাইবে কিন্তু যদি উল্লিখিত দ্রব্যগুলি পরিবর্তিত অর্থাৎ একটি অপরটির বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় তাহাহইলে নগদ যে ভাবেই ইচ্ছা (কমি বেশী করিয়াও) বিক্রয় করিতে পার।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

৫০) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, স্বর্ণ সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাইবে এবং চাঁদি চাঁদির পরিবর্তে সমান সমান আদান প্রদান করা যাইবে, যে বেশী লইবে বা অধিক দিবে তাহা সুদে পরিণত হইবে।—মুসলিম।

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا

৫১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জনৈক ব্যক্তিকে খয়বরের আদায়কারী নিযুক্ত করিলেন। একদা তিনি শুধু উত্তম খেজুর লইয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, খয়বরের সমস্ত খেজুরই উত্তম হয় কি? তিনি আরয করিলেন না, হুযুর! আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা নিকৃষ্ট দুই অথবা তিন ছা'র বিনিময়ে উত্তমটি গ্রহণ করিয়া থাকি। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, সাবধান! এরূপ আর করিও না বরং তুমি প্রথমে তোমার মিশ্রিত খেজুরগুলি দিরহমের (অর্থের) বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া পরে উহাদ্বারা উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করিয়া লও। (রাবী বলেন,) রসূলুল্লাহ (দঃ) পরিমিত (কয়লী) বস্তুর ন্যায় ওজনী বস্তু সম্পর্কেও এইরূপ করিতে বলিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিম শরীফে "এই রূপই ওজনী বস্তু" শব্দ বর্ণিত হইয়াছে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يارسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلثة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاتفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال فى الميزان مثل ذلك

৫২) হযরত জাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) নির্দিষ্ট পরিমাণ

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن

www.ahlehadeethbd.org

খেজুরের বিনিময়ে অজ্ঞাত পরিমাণ স্তূপ ও খেজুর বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—মুসলিম।

بيع الصبرة من التمر لايعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر

৫৩) হযরত মা'মর বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শ্রবণ করিতাম যে, তা'আমের বিনিময়ে তা'আম সমপরিমাণে বিক্রয় করিতে হইবে এবং সেই সময় আমাদের তা'আম ছিল যব।—মুসলিম।

قال انى كنت اسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير

৫৪) হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি খয়বর (বিজয়) দিবসে স্বর্ণ ও পুঁতি বা নুড়ি মিশ্রিত একটি হার দ্বাদশটি দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় করিলাম। অতঃপর স্বর্ণ আলাদা করিয়া দেখিলাম যে, উহা দীনার অপেক্ষা অধিক অতঃপর আমি উহা রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট উল্লেখ করিলাম। এতদ্‌শ্রবণে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, উহা ভিন্ন না করা পর্যন্ত যেন বিক্রয় করা না হয়।—মুসলিম।

اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثنا عشر دينارا فذكرت ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لاتباع حتى تفصل

৫৫) হযরত সামুরা বিন জুন্দব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) পশুর বিনিময়ে পশুর বাকী বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।—আহমদ ও সুনন; ইমাম তিরমিযী ও ইবনে জারূদ ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

৫৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, দেখ, যখন তোমরা বয়' ঈনা[১] (বাকী বিক্রয়) করিতে প্রবৃত্ত হও এবং গরুর লেজ ধরিয়া (শুধু সাংসারিক কাজে ব্যস্ত) থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়, ক্ষেতকৃষিতেই সন্তুষ্ট লাভ করিতে থাক আর জেহাদ (আল্লাহর রাস্তায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম) পরিত্যাগ করিয়া দাও তাহাহইলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি বিল্লত অবধারিত করিয়া দিবেন এবং যতক্ষণ না তোমরা দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর তিনি তোমাদের উপর হইতে উহা বিদূরিত করিবেন না।—আবু-দাউদ নাফে'র সূত্রে; ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে, ইমাম আহমদ আতা বিন রিবাহের সূত্রে এইরূপই রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং উহার রাবী সকলেই বিশ্বস্ত এবং ইব্‌নে কাত্তান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذ تم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

৫৭) হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার কোন ভ্রাতার জন্য (কাহারও) নিকট সুপারিশ করিল (আর তাহাতে তাহার উপকার হইল) অতঃপর সে সুপারিশকারীর নিকট কোন উপঢৌকন প্রেরণ করিল আর সে উহা কবুল করিয়া লইল তাহা হইলে সে সুদের একটি সুবৃহৎ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল।—আহমদ ও আবু দাউদ; ইহার সনদ দুর্বল।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقداتى بابا عظيما من ابواب الربا

৫৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস্‌ (রাযিঃ) কর্তৃক

لعن رسول الله صلى الله

১) بيع العينة বয়উল ঈনা এই যে, এক ব্যক্তি অপরের নিকট অনাদায়ভাবে একটি বস্তু বিক্রয় করে এবং উক্ত দ্রব্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করিয়া দেয় অতঃপর উহা গ্রহণ করার পূর্বেই উক্ত ব্যক্তির নিকট পূর্ণমূল্য অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে উহা পুনরায় বিক্রয় করিয়া দেয় ইহাকে ব'য়য়ে ঈনা বলা হয়।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ণিত হইয়াছে যে, رسুলুল্লাহ (দঃ) ঘুষ-খোর এবং ঘুষদাতা উভয়ের প্রতি অভিশাপ করিয়াছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী; তিনি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

تعالى عليه وآله وسلم الراشى والمرتشى

৫৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে একটি সৈন্যদল প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন। (যখন) উষ্ট্র নিঃশেষিত হইয়া গেল, (তখন রসুলুল্লাহকে (দঃ) উহা জ্ঞাত করাইলে) তিনি তাঁহাকে ছদকার উটের বিনিময়ে (লোকের নিকট হইতে) উট গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি ছদকার উট প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে দুইটি উটের বিনিময়ে একটি উট হিসাবে গ্রহণ করিতে লাগিলাম।[১]—হাকিম ও বয়হকী। ইহার সনদের রাবি বিশ্বস্ত।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

৬০) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) 'মুযাবানা' হইতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ বিক্রেতা নিজের বাগানের ফসল এই ভাবে বিক্রয় করে যে, কাঁচা খেজুর পরিপক্ক খেজুরের বিনিময়ে পরিমাপ করতঃ কিম্বা মুনাক্কা কিশ্‌মিশের বিনিময়ে মাপিয়া অথবা শস্য হইলে উহাকে শুষ্ক শস্যের পরিবর্তে পরিমাপ করতঃ বিক্রয় করা প্রভৃতি সমুদয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذالك كله

৬১) হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন. রসুলুল্লাহকে (দ) কাঁচা খেজুর পাকা শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহাকে ইর্শাদ করিতে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁচা খেজুর শুষ্ক হইলে উহার পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় কি? সাহাবাগণ বলিলেন, জীহাঁ (হ্রাস পায়) তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্তরূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।—আহমদ ও সুনন। ইবনুল মদিনী, তিরমিযী, ইব্‌নে হিব্বান এবং হাকিম এই হাদীসকে ছহীহ বলিয়াছেন।

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك

৬২) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দ) ঋণকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করা নিষেধ করিয়াছেন।[১]—ইস্‌হাক ও বয্‌যার দুর্বল সনদে।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعنى الدين بالدين

১) এই হাদীস কিছুটা দুর্বল হইলেও গ্রন্থকার হাফিয ইব্‌নে হজর ফত্‌হুল বারীতে উহার দোষ দূরিভূত করার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে পশুর বিনিময়ে অধিক পশুর বিক্রয়ের জওয়ায প্রমাণিত হইতেছে আর পাঠক অবগত আছেন যে, ৫৫ নম্বর হাদীসে উহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে অতএব এই উভয় হাদীসে তাআরোয পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার সমীকরণার্থে বলা যাইতে পারে যে, পশুর বিনিময়ে পশুর বিক্রয় বেশী কমি করিয়া তখন নিষিদ্ধ হইবে যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাকী বিক্রয় করে কিন্তু একদিকে নগদ আর অপর দিকে বাকী বিক্রয় হইলে উহাতে বেশী কমি নিষিদ্ধ হইবেনা।—অনুবাদক।

১) ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করার তাৎপর্য এই যে, একজন লোক অপর একজন লোকের নিকট হইতে কোন বস্তু ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিল এবং পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে উহা

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

দানকৃত বৃক্ষের ফল প্রভৃতি বিক্রয়ের বিবরণ ঃ

৬৩) হযরত যয়দ বিন সাবেত (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দ) দানে প্রাপ্ত খেজুর পরিমাপ করতঃ বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতে রহিয়াছে, দানে প্রাপ্ত খেজুর কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে গৃহস্বামী উহার খেজুর হওয়ার পরিমাণ অনুমান করিয়া ইহার বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) অনুমতি প্রদান করিয়াছেন[২]।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رخص فى العرايا ان تباع بخرصها كيلا

رخص فى العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا

৬৪) হযরত আবুহুরায়রার (রাযি) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, দানে প্রদত্ত খেজুর যদি পাঁচ অসকের (প্রায় ২০ মণ ৫ সের ১ ছটাক) কম হয় তাহাহইলে অনুমান করতঃ খেজুরের সহিত বিক্রয় করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق

৬৫) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ফলের পরিপক্কতা লাভের পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম। অপর রেওয়ায়তে বর্দ্ধিত হইয়াছে "আর যখন তাঁহাকে "সলাহ" এর তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, (পরিপক্ষতা লাভের দ্বারা) যাহাতে উহা বিপদমুক্ত হইয়া যায়।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

৬৬) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ফলসমূহের পাকার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফল পাকার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, লাল ও হলুদ বর্ণ হইলে উহা পরিপক্ক বলিয়া ধরিতে হইবে।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار

৬৭) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) আঙ্গুরের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করার এবং শস্য সমূহের শক্ত হওয়ার অর্থাৎ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—আহমদ ও সুনন—নাসায়ী ব্যতীত,

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد

পরিশোধ করিতে অক্ষম হওয়ায় ঋণ দাতাকে বলিল, আপনি উহা অপর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অধিক মূল্যে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দিন এবং সে সেমতে উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যবসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।—অনুবাদক।

২) আরায়া 'আরিয়াতুন' এর বহুবচন, ফয়ীলুনের সাদৃশ্য কিন্তু মা'রুয়াতুন ইছমে মফউলের অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ খেজুর গাছের খেজুর দান করা। আরবের লোকেরা যাহাদের প্রচুর খেজুর বৃক্ষ, ইত্যাদি রহিয়াছে তাহারা একটি বৃক্ষ অথবা কতিপয় বৃক্ষের ফল ভোগ করার জন্য এরূপ লোকদের দান করিত যাহাদের নিকট তাহা নাই। বিশেষ করিয়া দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা এরূপ করিত। এরূপ বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হইলে কতটুকু হইতে পারে এইরূপ অনুমান করতঃ প্রয়োজন বোধে, পরিপক্ক ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে বয়উল আরায়া বলা হয়। যেহেতু অনেক সময় ইহার প্রয়োজন হয় সুতরাং রসূলুল্লাহ (দঃ) দুইটি শর্ত সাপেক্ষে উহার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন ১মঃ পাঁচ ওসকের কম হইতে হইবে। ২য়ঃ অন্ততঃ উহার একটির উপর কব্জা করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৬৮) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যদি তুমি কোন ভ্রাতার নিকট তোমার কোন ফসল বিক্রয় কর এবং কোন (অনৈসর্গিক) বিপদ আপতিত হইয়া উহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাহইলে (উহার মূল্য বাবত) তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা তোমার পক্ষে বৈধ হইবে না। আর তুমি কিসের পরিবর্তে অন্যায়ভাবে তোমার ভ্রাতার মাল গ্রহণ করিবে?—মুসলিম। অপর বর্ণনাতে রহিয়াছে যে, নবী (দঃ) বিপদগ্রস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

৬৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন,

قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذى باعها الا ان يشترط المبتاع

যেব্যক্তি খেজুর ফল অধিক হওয়ার জন্য তা'বীর[১] করার পর কোন খেজুরের গাছ ক্রয় করে (সে উহার ফলের অধিকারী হইবে না বরং তখন বিক্রেতাই ফলের মালিক হইবে যে উহা বিক্রয় করিয়াছে কিন্তু ক্রেতা যদি উহার শর্ত করিয়া ক্রয় করিয়া থাকে (তবে সেই উহার মালিক হইবে)।—বুখারী ও মুসলিম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সলম, ঋণ ও রেহনের বিবরণ

৭০) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে

قدم النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وفى اجل معلوم

রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মদীনাবাসীরা এক বৎসর এবং দুই বৎসরের মীয়াদে ফলসমূহে বয়'সলফ করিত তখন তিনি বলিলেন, যাহারা ফলসসমূহে—বুখারীর বর্ণনাতে যে কোন বস্তুতে বয়'সলফ করিবে তাহাদের নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট সময়ে সলফ করা উচিত।—বুখারী ও মুসলিম।

৭১) হযরাত অবদুর রহমান বিন আবযা এবং আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে

كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب وفى رواية والزيت الى اجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك

তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহর সহিত বহু গণিমতের মাল লাভ করিতাম এবং আমাদের কাছে সিরিয়া (শাম) দেশের নবীত গোত্রীয় লোক আসিত আর আমরা তাহাদের সহিত গম, যব এবং কিশমিশে—অপর বর্ণনাতে এবং তৈলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বয়' সলফ[১] করিতাম। ছাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহাদে কৃষিক্ষেত্র ছিল কি? উভয় সাহাবী উত্তরে বলেন, আমরা এসম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতামনা।—বুখারী।

---

১) তা'বীর করার অর্থ এই যে, খেজুরের স্ত্রী-বৃক্ষের শীষ বিদীর্ণ করতঃ পুরুষ বৃক্ষের শীষাংশ উহাতে পুঁতিয়া দেওয়া। মদীনাবাসীরা অধিক খেজুর ফলানের জন্য এইরূপ করিত। এক বৎসর রসূলুল্লাহর (দঃ) পরামর্শে এরূপ নাকরায় তাহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে তা'বীরের অনুমতি দান করেন।

১) অপর বর্ণনাতে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর (রাযিঃ) ও উমরের (রাযিঃ) যুগে গম, যব, তৈল ও খেজুরে বয়'সলফ করিতাম অথচ বিক্রেতার নিকট সেই মাল দেখিতাম না অর্থাৎ যে বস্তুর উপর বয়'সলম করা হইতেছে উহা সেই সময় তাহাদের নিকট বিদ্যমান থাকিত না।—সলফ ও সলম সম অর্থবোধক শব্দ। ইহার তাৎপর্য এই যে, নগদ টাকা প্রদান করতঃ কোন নির্দিষ্ট বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের অঙ্গীকারে ক্রয় করা। যেমন যয়দ বকরের নিকট হইতে ১৫ টাকা মণ দরে ধান ক্রয় করে এই শর্তে যে, বকর উক্ত ধান অগ্রহায়ণ মাসে প্রদান করিবে। ধানের পরিমাণ ও অন্যান্য বিশেষণ এবং মাপ প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইলে উক্ত ব'য় জায়েয হইবে।—বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য। —অনুবাদক। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবুদাউদ (রহঃ)

—মোহাম্মদ হবিবউল্লাহ খান রহমানী

দিবাভাগে বিশ্ব চরাচরকে আলোকিত করার পর উজ্জ্বল দিবাকর অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রাত্রির আগমনে এই সুন্দর ভূবন-মোহন যখন আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে তখনই আল্লাহর সুন্দর বিধান অনুসারে নিবিড় তিমির ভেদ করার জন্য গগন মণ্ডলে নক্ষত্ররাজির উদয় হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে ইসলাম জগতের রবি মরুর দুলাল আমেনার লাল মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর (দঃ) মহা-প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শরীআত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতা দেখা দিয়াছিল প্রায় লক্ষাধিক নক্ষত্র-সম সাহাবা-ই-কিরামের পুণ্য জ্যোতিতে সে শূন্য স্থান আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার যখন সাহাবাগণ একে একে অন্তর্হিত হইয়া মহাশূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন ইসলামী শরীআতের ব্যাখ্যাতা হিসাবে মুহাদ্দেসীন-ই কিরামের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই মুহাদ্দেসীন-ই-কিরামের অন্যতম হইলেন মহামতি ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)। তাঁহার নাম সুলায়মান, উপনাম আবু দাউদ। বংশসূত্র ঃ সুলায়মান-ইবন-আশআস-ইব্‌ন-বশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ-ইব্‌ন-আমর ইব্‌ন-ইমরান।

রাশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশ ও ফিরআন এর মধ্যবর্তী ইলাকার শিস্তান নামক জনপদ ইমাম সাহেবের বাসস্থান। হিজরী ২০২ অব্দের এক শুভ লগ্নে এই শিস্তানে মহামতি ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এর জন্ম হয়। শৈশবকালে চপলতার সয়লাবে শিশুমন স্বভাবতই ভাসমান হয়। এ সময় জ্ঞান-তরু শিকড় গাড়িয়া ধীর স্থির ভাবে দাঁড়াইবার সুযোগ পায়না। কিন্তু আমরা শিশু আবু দাউদের বেলায় এ স্বভাব-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তাঁহার শিশু জীবন চপলতার দ্বারা মলিন হয় নাই। বাল্য-কালে তিনি চরিত্র মাধুর্যের মকামে মাহ্‌মুদে সমাসীন হইয়াছিলেন। মেধা ও জ্ঞানালংকারে তিনি ছিলেন অলংকৃত।

তৎকালে নিশাপুরের ভাগ্যাকাশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল রবি আলো বিকীরণ করিতেছিল। দিগ্‌ দিগন্ত হইতে জ্ঞান-পিপাসুগণ অলিকুল বৎ এখানে ছুটিয়া আসিত। বালক আবু দাউদ জীবন প্রভাতেই জ্ঞানাহরণের উদ্দেশ্যে নিশাপুরের আদর্শ বিদ্যালয়ে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় পূর্ণ উদ্যম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিয়া বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। নিশাপুরে প্রাথমিক তা'লীম পরিসমাপ্ত করার পর বালক আবু দাউদ ইলমে হাদীসের পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এই জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত করিবার নিমিত্ত তিনি নিশাপুরের প্রখ্যাতনামা মুহাদ্দিস মুহম্মদ-ইবন-তুসীর শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করেন। উস্তায মহোদয় অধ্যাপনাকালে যখন হাদীসের আবৃত্তি আরম্ভ করিতেন তখন তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিতেন এবং পঠিত হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান স্বীয় ওয়াফিয়্যাতুল আ'য়ান নামক পুস্তকে ইমাম আবু দাউদের ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা উধৃত করিয়াছেন। —"একদা ইমাম আবু দাউদের অধ্যয়ন ও হাদীস লিপিবদ্ধকরণের সময় তাঁহার জনৈক সহধ্যায়ী তাঁহার মস্যাধারের মসির সাহায্যে লিখিবার অনুমতি কামনা করে। তদুত্তরে ইমাম সাহেব বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর বস্তু ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সর্বদা অনুমতি কামনা করে, প্রভাব বলে তাহাকে বঞ্চিত করা মালিকের একান্ত কর্তব্য।"

ইমাম আবু দাউদের ছাত্র জীবনে রহিয়াছে নিখিল বিশ্বের ছাত্র সমাজের জন্য মহান আদর্শের পুণ্য সওগাত। আদব-আখলাক, নীতি ও চরিত্রের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুণরাজিতে তিনি ছিলেন বিভূষিত। বিদ্যাভ্যাসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আসক্তি ও উদ্যম-উৎসাহ ছিল প্রবল। নিরলস জ্ঞান-চর্চা তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট। একাগ্রতা ও তন্ময়তার সহিত উস্তাযের বক্তৃতা শ্রবণ ও তৎসংগে উহা লিপিবদ্ধকরণ তাঁহার পবিত্র ব্রত। আত্ম-প্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবনই যেহেতু উন্নত জীবন লাভের মূল-বুনিয়াদ, কাজেই দঢ়-মযবূত ও সর্বাঙগীন সুন্দর রূপে এ বুনিয়াদ কায়েম করা একান্ত সমীচীন। এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনকে আত্ম-প্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন জীবন প্রভাতেই।

বালক আবু দাউদ নিশাপুরের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন-তুসীর শিক্ষা কেন্দ্র হইতে হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। কাজেই তিনি হাদীস-ই-নববীর বিপুল জ্ঞান-সঞ্চয়-অভিলাষে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রদেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন। মিসর, সিরিয়া, বসরা, কুফা, খোরাসান, বাগদাদ, ইরাক এবং জযীরা ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রে গমন করিয়া প্রথিতযশা উস্তাযগণের নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। এইরূপে তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমি শান্তিনগরী 'বাগদাদ' বারংবার সফর করিয়া জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করেন।

যে সকল বিদ্যার্থী জ্ঞান-গিরির উচ্চ শিখরে আরোহণ অভিলাষী তাহারা সর্বদা প্রজ্ঞা সম্পন্ন শাস্ত্র-বিশারদ আদর্শ উস্তায মণ্ডলীর খিদমত হইতে জ্ঞানাহরণে যত্নবান হয়ে থাকেন। ইমাম আবুদাউদ ঈদৃশ সুযোগ্য উস্তাযগণের খিদমতে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার্জন করেন। তাঁহার উস্তায মণ্ডলীর মধ্য হইতে ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বল, ইয়াহ্‌ইয়া-ইব্‌ন মাঈন, কুতাইবা ইব্‌ন-সঈদ, উসমান-ইব্‌ন-আবী শাইবা এবং আবদুল্লাহ্‌-ইব্‌ন-মসলামা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবুদাউদ সঙ্কলিত 'সুনন্‌' এর ভাষ্য 'গায়াতুল মকসূদ' এর ভূমিকায় গ্রন্থকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী ইমাম আবু দাউদ এর প্রখ্যাত নামা তিপ্পান্নজন উস্তাযের এক ফিহরিস্তি প্রদান করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, তাঁহার উস্তাযের সংখ্যা এত অধিক যে, তাঁহাদের পূর্ণ সূচী প্রদান করা সহজ সাধ্য নহে!

ইমাম আবু দাউদ এই সকল উস্তাযের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাঁচলক্ষ হাদীসের বিরাট সম্পদ লাভ করেন। শায়খুল ইসলাম হাফিয, মনযরী বলিয়াছেন, ইমাম আবু দাউদ হাদীস-ই-নববীর অন্যতম হাফীয, রিজাল শাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞাশীল এবং পরম ধার্মিক ছিলেন। ইমাম ইয়াফেয়ী তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া বলেন, আবু দাউদ হাদীস শাস্ত্রের ইমাম, ফিক্‌হ্‌ (ব্যবহারিক) শাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয়, জন সমাজে ধীর গম্ভীর প্রভাবশালী এবং ধর্ম-কর্মে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ছিলেন। আল্লামা মূসা-ইব্‌ন-হারূন বলেন, ইমাম আবু দাউদ ইহকালে হাদীস-ই-নববীর সেবা ও পরকালে বিহিশ্‌ত বাসের নিমিত্ত পয়দা হইয়াছিলেন।

ছাত্র জীবন শেষ করার পর ইমাম সাহেব বসরাতে স্থায়ীভাবে বসতী স্থাপন করেন। ইল্‌মে হাদীসের বিরাট সম্পদ অর্জন করিয়া তিনি নির্বাক বসিয়া থাকেন নাই। তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিরাট মৌনতার ভূমিকা অবলম্বন করিলে তিনি দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিবেন না, তাই তিনি অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া লেখনী চর্চায় মশগুল হন। তাঁহার শাণিত লেখনী বিরামহীন ভাবে চলিতে থাকে। দীর্ঘ দিন অক্লান্ত সাধনার ফলে তাঁহার রত্নপ্রসূ লেখনী দ্বারা ইল্‌মে হাদীসের এক অনুপম সন্দর্ভ লাভ হইয়াছিল। তিনি উহার নাম করণ করেন, 'আস্‌সুনান'। ইসলামী দুন্‌ইয়ায় ইহাই 'সুনন্‌-ই-আবুদাউদ' নামে পরিচিত। অত্র 'সুনন্‌' সংকলনে তিনি সাতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত পাঁচলক্ষ হাদীসের মহাসমুদ্র হইতে মাত্র চারি সহস্র আটশত হাদীস চয়ন পূর্বক তিনি উহা 'সুননে' সন্নিবেশিত করেন। এই 'সুনন' গ্রন্থ সংকলিত হইলে তিনি উহা স্বীয় বরেণ্য উস্তায মহামতি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের খিদমতে উপস্থাপিত করেন। ইমাম সাহেব

www.ahlehadeethbd.org

উহা অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অত্র সুননের প্রশংসায় হাসান ইব্‌ন-মুহম্মদ রাযী বলেন, একদা স্বপ্নযোগে আমি নবী করিমের (দঃ) দর্শন লাভ করি। তিনি আমাকে বলেন, من اراد ان يتمسک بالسنن فليقرأ سنن ابی داؤد

"যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সহিত সুনন্ (হাদীস) অবলম্বন কামনা করে সে যেন 'সুনন্-ই-আবি দাউদ' পাঠ করে।" ইমাম খাত্তাবী স্বীয় সূত্রে ইব্‌রাহীম হরবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ইমাম আবুদাউদ 'সুনন্' সংকলন করায় ইল্‌মে হাদিস তাঁহার জন্য এরূপ সরল ও সহজ হইয়াছিল যেরূপ হযরত দাউদ (আঃ) পয়গম্বরের জন্য লৌহ জলবৎ তরল হইয়াছিল।

ইমাম আবুদাউদ কেবলমাত্র লেখনীর সাহায্যেই ইল্‌মে হাদীসের সেবা করেন নাই। তিনি অধ্যাপনার আসনও অলংকৃত করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক জ্ঞান পিপাসু ছাত্র তাঁহার শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া ইল্‌মে হাদীসের অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে তদীয় পুত্র আবুবকর আবদুল্লাহ, ইমাম আবু আবদুর রহমান নাছায়ী, আবদুর রহমান নিশাপুরী, আহমদ-ইব্‌ন- মুহম্মদ খল্লাল এবং ইমাম-আবু ঈসা তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবুদাউদ সংকলিত 'সুনন' যাহারা খোদ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হাফিয আবুবকর মুহম্মদ উরফে ইবন দস্তা, হাফিয আবু আলী মুহম্মদ লু'লুয়ী, হাফিয আবু ঈসা ইসহাক ওরফে রমলী প্রমুখ মনীষী গণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। আবুদাউদ এর উস্তায মহামতি ইমাম আহমদ-ইব্‌ন-হাম্বলও তাঁহার নিকট হইতে একটি হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও বহু সংখ্যক লোক তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহাদের নাম উল্লেখে বিরত রহিলাম।

আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী ইমাম আবুদাউদের অধ্যাপনা কালের কৌতুহলপ্রদ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।—ইমাম আবুদাউদের শাগের্দ আবু বকর-ইব্‌ন-জাবির প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, একদা আমি ইমাম সাহেবের সংগে বাগ্‌দাদে ছিলাম। মগরিবের নামাযান্তে আমরা এক বদ্ধ ঘরে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ হইল। আমি যাইয়া দরজা খুলিলাম। অমনি অপেক্ষমান জনৈক ভৃত্য বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান অপর এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের প্রতি ইশারা করিয়া আমাকে বলিতে লাগিল, ইনি স্বনামধন্য আমীর আবু আহ্‌মদ। কেবলমাত্র মহামতি ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি আগমন করিয়াছেন। এতদশ্রবণান্তে আমি ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত বিষয় অবহিত করিলাম। তৎশ্রবণে ইমাম সাহেব আগত আমীর সাহেবকে অন্দরাগমনে সাদর আহ্বান জানাইলেন। ইজাযত পাইয়া আমীর মহোদয় সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহামতি ইমাম সাহেবের সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। ইমাম সাহেব খোশ আমদেদ জানাইয়া বলিলেন, এসময় আমীর মহোদয়ের শুভাগমন কি উপলক্ষে? তিনি বলিলেন, তিনটি বিষয় লইয়া আপনার সমীপে হাযির হইয়াছি। ইমাম সাহেব বলিলেন, উহা কি? প্রতিউত্তরে আমীর বলিলেন, প্রথমটি এই যে, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক বসরায় তশরীফ নিয়া চলুন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস ইখ্‌তিয়ার করুন। তাহাহইলে দিগ্‌দিগন্ত হইতে বিদ্যার্থীগণ আপনার খিদমতে হাযির হইয়া তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইবে। দ্বিতীয়টি এই যে, আপনার স্বসংকলিত 'সুনন্' গ্রন্থ খানা কৃপা করিয়া আমার সাহেবযাদাগণকে খোদ শিক্ষা দান করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। তৃতীয় বিষয় হইল এইযে, অনুগ্রহপূর্বক আমার সাহেবযাদাগণকে পৃথক সময় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে। মহামতি ইমাম সাহেব বলিলেন, আপনার প্রথমোক্ত আব্দার দুইটি রক্ষা করিতে আমি সম্মত হইলাম। কিন্তু শেষোক্ত অনুরোধটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। বিদ্যার্জনে উত্তম ও অধমের কোনই ভেদাভেদ নাই।

www.ahlehadeethbd.org

আমীর ও গরীব সকলের ইহাতে সমান অধিকার রহিয়াছে, একই সময়ে একই ক্লাশে সকলকেই পড়িতে হইবে। জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কস্মিনকালেও সম্ভবপর হইবেনা। অতঃপর আমীরযাদাগণ অনন্যোপায় হইয়া সকলের সহিত সমভাবে শিক্ষাচক্রে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তবে আমীরযাদা ও সাধারণ তালাবা'র মধ্যে যবনিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

মহামতি ইমাম আবুদাউদের অতুল জ্ঞান গুণের সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। জ্ঞান-গুণের সম্মোহনে দূর দূরান্ত হইতে জনগণ সম্মোহিত হইয়া অনাবিল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিবার নিমিত্ত ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হইত। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইব্‌নে খল্লিকান লিখিয়াছেন, আহমদ-ইব্‌ন-মুহম্মদ এর বাচানিক বর্ণিত, একদা সুপ্রসিদ্ধ তাপস সহল-ইব্‌ন আবদুল্লাহ (২০০—২৭৩ হিঃ) মহামতি ইমাম আবুদাউদ সমীপে আগমন করিলেন। কেহ ইমাম সাহেবকে সম্বোধন করিয়া তাপস প্রবরের প্রতি ইশারা করিয়া বলিল, ইনি প্রখ্যাত তাপস সহল-ইব্‌ন আবদুল্লাহ আপনার দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে শুভাগমন করিয়াছেন। ইমাম সাহেব তাঁহাকে খোশ-আমদেদ বলিয়া সসম্মানে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর তাপস প্রবর বলিলেন, মহাত্মন! আমি প্রয়োজনের তাকিদে আপনার খিদমতে উপনীত হইয়াছি। ইমাম সাহেব বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন শুনি! তাপস প্রবর বলিলেন, মহাত্মন! আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রয়োজন মিটাইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তাহাহইলে আমি উহা ব্যক্ত করিব। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যথাসাধ্য আমি পূরণ করিতে সচেষ্ট হইব। অতঃপর তাপস-প্রবর বলিলেন, মহাত্মন্! আপনি স্বীয় রসনার সাহায্যে নবী করিমের (দঃ) পবিত্র হাদীস মালা আবৃত্তি করেন। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি রসনা বিলম্বিত করুন, আমি উহাতে চুম্বন দানে কৃতার্থ হইব। অতঃপর ইমাম সাহেব স্বীয় জিহ্বা বিলম্বিত করিলেন, তাপস প্রবর অতিশয় ভক্তিভরে উহাতে চুম্বন দান করিলেন।

মহামতি ইমাম আবুদাউদ বলিয়াছেন, যাবতীয় ধর্ম-কর্মের বুনিয়াদ নবী করীমের (দঃ) চারিটি হাদীসের উপর স্থাপিত। জনগণ যদি এই বুনিয়াদী হাদীস চারিটীকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় কাজ-কর্ম আনজাম দেয়, তাহাহইলে যথেষ্ট হইবে। উক্ত চারি হাদীসের প্রথমটি হইতেছে—انما الا عمال بالنيات যাবতীয় কর্মের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যত বা সংকল্পের উপর, দ্বিতীয়: من حسن اسلام المرأ تركه مالايعنيه বৃথা কার্যকলাপ বর্জন করা মানুষের উৎকৃষ্ট ধর্ম, তৃতীয়: لايكون من المومن مومنا حتى يرضى لاخيه مايرضى لنفسه মুমেন, কামেল ও খাঁটি মুমেন হইতে পারেনা যতক্ষণ না অপরের জন্য সেই বস্তুই পছন্দ করে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে। চতুর্থ হাদীস—

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات
فمن تقى من الشبهات استبرأ لدينه وعرضه

হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিষয় সংশয়াবিষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি সংশয় হইতে বিরত রহিয়াছে, সে স্বীয় মান-সম্ভ্রম ও দ্বীন-শরীঅতকে কলুষ-বিমুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

শাহকুল রত্ন শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব 'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন' পুস্তকে উপরোক্ত হাদীস চতুষ্টয়ের গবেষণাপূর্ণ ব্যাখা প্রদান করিয়াছেন। যাবতীয় ধর্মীয় কাজের জন্য উল্লেখিত চারিটি হাদীস যথেষ্ট, ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণ মসআলা সমূহের অবগতি ও শরীঅতের মৌলিক পরিচয় লাভের পর ফরয়ী বা শাখা প্রশাখা মছআলার জন্য কোন মুজতাহিদ বা উপদেষ্টার দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন হয়না। কেননা প্রথমোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইবাদতের সিহ্‌হত, সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা নির্ভর করে নিয়্যাত বা সংকল্পের বিমলতা ও মলিনতার উপর। যেব্যক্তি বিমল মনোবৃত্তি লইয়া ইবাদৎ করে তাহার ইবাদত

www.ahlehadeethbd.org

হযরত মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (রহঃ)

—মেহরাব আলী বি, এ

ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে দিনাজপুরের মুসলিম-রাজনৈতিক গগণে যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল তাঁহার নাম মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী। জ্ঞানের ও সাধনার এমন প্রদীপ্ত দীপ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার এমন মহিমান্বিত উপমা, দেশ ও জাতির সেবায় এমন উৎসৃষ্ট প্রাণ কর্মবীরের আবির্ভাব জাতির ইতিহাসে খুব সচরাচর ঘটে না। অবহেলিত, অধঃপতিত, অগণ্য দিনাজপুরের মাটি যে কয়জন ক্ষণজন্মা মহান পুরুষের মাতৃভূমিরূপে কৃতধন্যা হইতে পারিয়াছে—মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সমতুল্য কৃতিসন্তানের নাম ইহার তালিকায় খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

আনুমানিক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী দিনাজপুর জিলার আত্রাই নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মৌলানা আবদুল হাদী। তদানীন্তন যুগে তাঁহার সমকক্ষ ত্যাগপূত, জ্ঞানপক্ক, ছুন্নতনিষ্ঠ আলেম উত্তর বঙ্গে দ্বিতীয়জন ছিল কিনা সন্দেহ। দিনাজপুর, রংপুর এলাকায় আহলে হাদীস মতবাদের প্রবর্তক মৌলানা আবদুল হাদী একদা চট্টগ্রামের পৈত্রিক সম্পদ আর পরমাত্মীয়দের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া এতদঞ্চলে হিজরত করিয়া আসিয়া হিদায়েতের যে দিকদিশারী প্রদীপখানা উত্তর বাংলার ঘরে ঘরে প্রজ্জলিত করেন, সেই জ্যোতির্ময় উদ্দীপ্ত ধর্মালোক আজও অনির্বাণ হইয়া রহিয়াছে।

মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকীর পূর্ব পুরুষগণ আরব দেশ হইতে পাক-ভারতে আগমন করেন। হজরত মোহাম্ম (দ:) যে কোরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ

সিদ্ধ আর যে ব্যক্তি কলুষিত নিয়্যাতে ইবাদৎ করে তাহার ইবাদৎ অসিদ্ধ ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যেরূপ প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে দান দক্ষিণা করা ও দরবেশী ফলাইবার উদ্দেশ্যে নামায-রোযা করা নিষ্ফল ও বৃথা, ঠিক তদ্রূপ অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাদির ব্যাপারেও একই কথা। দ্বিতীয় হাদীসের তাৎপর্য এই যে, যাহা অহিতকর ও অনুপকারী উহা বৃথা এবং বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য। তৃতীয় হাদীসের সার মর্ম্ম এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সহিত এরূপ সরল ও সদ্ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সর্বদা অক্ষুণ্ণ ও কায়েম থাকে। চতুর্থ হাদীসের সারৎসার এই যে, ধর্মের উপদেষ্টা উলা-মায়ে কিরামের মতবিরোধের কারণে সমাজে যে সকল সংশয়ের উদ্ভব হইয়াছে উহা বিদূরিত করিয়া বিল্-কুল অনাবিল পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ফল কথা, ইবাদৎ-বন্দেগী, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সমষ্টিগত আচরণ এবং সংশয়াবিষ্ট বিষয়াদি সবই উপরোক্ত হাদীস চতুষ্টয়ের আলোক পাতে সম্পাদিত হইবে। এমনি ভাবে সর্বত্র সর্ব বিষয়ে ইহা মূল-নীতিরূপে অবলম্বিত হইবে।

মহামতি ইমাম আবুদাউদ আজীবন ইল্‌মে হাদীসের সেবায় মশগুল থাকেন এবং স্বীয় সুযোগ্য পুত্র ও বহু সংখ্যক বিদ্বান শিষ্য মণ্ডলী দ্বারা তিনি বিদ্যার বাগান সুসজ্জিত করেন। অতঃপর ৭২ মতান্তরে ৭৪ বৎসর বয়সে আব্বাসীয় খলিফা মু'তাযিদ বিল্লাহর রাজত্বকালে হিজরী ২৭৫ অব্দে ১৬ই শওয়াল শুক্রবার দিবস ভবলীলা সাঙগ করিয়া বিহিশ্‌তের গুল বাগিচায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার শবদেহ বসরায় সমাধিস্থ করা হয়। মুসলিম জাহানের হৃদয় বীণায় করুণ সুরে ধ্বনিত হইল—

"এমন জীবন তুমি করিলে গঠন,
মরণে হাসিলে তুমি, কাঁদিল ভুবন।"

www.ahlehadeethbd.org

করেন মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী সেই বংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহারা আল-কোরায়শী নামে প্রসিদ্ধ।

জন্ম-গ্রামেই মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকীর শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়। তিনি স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পারিবারিক শিক্ষা ধারার প্রভাবে তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহার জন্ম-গ্রাম হইতে অদূর-পূর্বে লালবাড়ী গ্রামে [রংপুর এলাকায়] ছিল তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাগার। সেখানে তিনি কিছুকাল লেখাপড়া করার পর বারানশী গমন করেন এবং তথায় একটী উচ্চ মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভে ব্রতী হন। ইসলামের মৌলিক উপাদান কোরান, হাদিস, ফেকাহ বাদেও তিনি ইসলামী দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকীর জ্ঞান-পিপাসা এত উদ্‌গ্র ছিল যে, তিনি ছাত্রাবস্থায় কোনকালেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন নাই। নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তির বশবর্তী হইয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় দ্বারা যে জ্ঞান-মানবে পরিপূর্ণ হইতে সক্ষম হয়েন তাহাতে তিনি সমাজে একজন বিশিষ্ট আলেম বলিয়া উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী ছিলেন আজীবন ক্ষুধার্ত পাঠক। তাঁহার বাসভবনে সুবৃহৎ নিজস্ব পাঠাগারটির অস্তিত্ব হইতেই তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, আরবী, পার্সী ও উর্দু ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি ঐ সমস্ত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। আরবী সাহিত্যে ও ইসলামী শাস্ত্রে তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিমাণ অপরিমেয়। এককালে 'আল-ইসলাম' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাদিতে মৌলিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরাজি ভাষা চর্চাতেও তাঁহার উদ্যম ছিল নিরলস।

বাগ্মী হিসাবে বিচার করিতে গেলেও মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও তদীয় অনুজ মৌলানা আবদুল্লাহিল কাফীর জুড়ি বাংলা দেশে খুব কম।

একদা বাংলা আসামের ঘরে ঘরে প্রতি লোকের মুখে মুখে সুবক্তা বাকী সাহেবের নাম অতি পরিচিত ছিল। বাংলা-আসামের এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি ইসলামী জলসায় বা রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দান করেন নাই। তিনি সাধারণ মৌলবী মৌলানাদের মত ধর্মের তথাকথিত মামুলী বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন না। শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ-ব্যবস্থা এবং ইসলামের অতীত গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিতেন তাহাতে একদা বৈদেশিক শাসন জর্জরিত দিশাহারা মুসলিম সমাজে অপূর্বপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার কথা ছিল অতি প্রাঞ্জল, বাক-বিধি ছিল অতি সুস্পষ্ট বরং শেষ বয়সে তিনি বক্তৃতা শিল্পে এমনই সুদক্ষ কথক হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা এক-খানা পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও সুলেখিত পুস্তক রিডিং দেওয়ার মত শুনাইত। কোন বৈদেশিক বক্তার উর্দু বক্তৃতার একস্‌টেম্পোর বঙ্গানুবাদের ক্ষমতা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমূঢ় হইয়া যাইত! তিনি যে কত সভা মজলিশে সভাপতিত্ব করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বগুড়া ও রংপুর জেলার হারাগাছে বিরাট উত্তর-বঙ্গীয় আহলে হাদিস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করি-য়াছিলেন তিনিই।

দেশ, সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবনে মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকীর অবিস্মরণীয় দান রহিয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দেশের সংকটময় পরি-স্থিতির দিনে ব্যক্তিগত জীবনের সকল সুখ শান্তি, পারিবারিক সমৃদ্ধির আশা আকাংখা সব বিসর্জন দিয়া তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ-নৈতিক জীবন একটানা প্রায় ৪০ বৎসর। শুধু মুসল-মানদের জন্য নয় বরং আপামর জনসাধারণের মুক্তির জন্য তাঁহার দরদী মন সর্বদা বিচলিত হইত। পাক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবোধের সঞ্চার যে কতিপয় মুষ্টিমেয় নেতার দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছিল মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। দেশকে বিদেশীর কবল-মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি রাজনীতিতে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন। আঞ্জুমানে উলামায়ে বাংলা, খেলাফত মুভমেণ্ট, প্রভৃতি মুসলমানদের আদি রাজ-নৈতিক আন্দোলনের উৎস হইতে শুরু হইয়াছিল তাঁহার রাজনৈতিক জয় যাত্রা এবং তাহা দীর্ঘ ৪০ বৎসরের একটা কর্মকীর্তির মধ্যদিয়া অবশেষে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাহা মহাপরিণতি লাভ করিয়াছিল তাঁহার মহা-প্রয়াণে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্র-গুলির রাজনৈতিক সংকটের সূত্র ধরিয়া পাক-ভারত উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। অসহযোগ, আইন অমান্য, সহকারিতা বর্জন, প্রভৃতি আন্দোলনের আত্ম-প্রকাশ ঘটিয়াছিল ঐ প্রথম মহা-যুদ্ধের পর বৃটিশ কতৃপক্ষ কর্তৃক পাক-ভারতের ভবি-ষ্যৎ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ষড়যন্ত্র হইতে। খেলাফত মুভমেণ্ট ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে আগাইয়া আসিয়াছিলেন গান্ধীজী। তাঁহার বলিষ্ঠ পরিচালনায় সারা ভারত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হরতাল আর আইন অমান্য করা ছিল সেই সময় বৃটিশ বিতাড়নের প্রথম পর্যায়। সেই সময় প্রদেশ-ব্যাপী খেলাফত আন্দোলনকে সক্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য যে কয়কজন মুসলিম নেতার ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের পুরোভাগে ছিলেন মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী। তিনি খেলাফত আন্দোলন কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেই সময় মৌলানা বাকীর দুঃসাহসিক কার্যকলাপাদির কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর শহরে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ও আহলে হাদীস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। এই উভয় সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা ছিলেন মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী। মুসলমানদের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় জাগরণমূলক এতবড় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ইতিপূর্বে দিনাজপুরে আর অনুষ্ঠিত হইতে শুনা যায় নাই।

খেলাফত আন্দোলনের অবসানের পর পাক-ভারত উপমহাদেশ ব্যাপী শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। মৌলানা বাকী তখন কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন। কংগ্রে-সের বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে তিনি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের খেদমত করেন। নেহরু রিপোর্টের পরবর্তী সময় পর্যন্তও তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। দিনাজপুরের দেশমান্য কং-গ্রেস নেতা যোগিন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যোগিন্দ্রচন্দ্রের আমন্ত্রণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাস দিনাজপুরে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে আসেন। তদুপলক্ষে দিনাজপুর কংগ্রেস ময়দানে একটি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সভায় যিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন দিনাজপুরের দুঃসাহসিক অগ্নিপুরুষ মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে বিশিষ্ট নেতৃত্ব দান করার ফলে তিনি দিনাজপুরের অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বেশ কিছু দিন তিনি জনাব ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং পরে উহার প্রেসিডেণ্টও হইয়াছিলেন। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সদস্য হিসাবে গভীর ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। আহলে হাদিস জমাত ও নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিস ও উহার মুখপত্র তর্জু-মানুল হাদীসের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অন্দো-লনের সহিত জড়িত মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু দেশ-বরেণ্য নেতার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আকরম খাঁ, মৌলানা হোসেন আহমদ মদনী প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের তিনি ছিলেন অতি নিকট-সহকর্মী।

নেহরু-রিপোর্টের পর যে সময় মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন এবং মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত আলী কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুসলিম লীগে যোগদানের সংকল্প করেন তখনও পর্যন্ত মৌলানা বাকী কংগ্রেস দলে স্থির-পদ থাকিলেও মুসলিম রাজনৈতিক স্বার্থক্ষেত্রে তিনি অবচেতন ছিলেন না। এই সময় দিনাজপুরের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা যোগিন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু ঘটিলে (১৯৪১) দিনাজপুরের কংগ্রেস মহলে যে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিত অবস্থার মধ্যে মৌলানা বাকীর পক্ষে কংগ্রেসের সহিত আর জড়িত থাকা অসমীচীন বোধ হওয়ায় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষী তিনি চূড়ান্তভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভই ছিল তাঁহার রাজনৈতিক চরম লক্ষ্য এবং সন্ধানী নাবিকের মতই তিনি জাতির সেই ভাগ্যগতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। মুসলিম লীগে তাঁহার শুভাগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া থাকিলেও পাকিস্তান লাভের পর মুহূর্ত হইতে মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে তিনি যে আদর্শ নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া যান ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

তিনি বিভাগ-পূর্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং বিভাগোত্তর কালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মৌলানা শব্বির আহমদ ওসমানীর ইন্তেকালের পর তিনি কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সদস্য এবং উক্ত শাসনতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শে রূপায়িত করার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। ইসলামী আদর্শে পাকিস্তান শাসনতন্ত্র রচনার কীর্তির ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রাজনীতির খাতিরে মৌলানা বাকী সাহেব রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। রাজনীতি ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত। এই ব্রত ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামধর্মানুমোদিত, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ধর্মপ্রবণতার অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার জীবনে। তিনি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন. রাজনিতি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা বা ঘাত-প্রতিঘাতের বিচিত্র ধাক্কা সামলাইবার মত তাঁহার সক্ষম বুকের পাটা ছিল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বাংলাভাষা আন্দোলনের সময় পরিস্থিতিকে জয় করার প্রচেষ্টায় তাঁহার রাজনৈতিক কলা-কৌশলের জ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ শত শত সমস্যার মুকাবেলায় তাঁহার সক্ষম রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার সৌম্য-মূর্তি, সুদর্শন চেহারা প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তীব্রকণ্ঠ, যুক্তি সমৃদ্ধ কথাবার্তা, উদ্দেশ্যের সুনির্দিষ্টতা, চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, অমিত সাহস, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপরি সাহসিকতা পূর্ণ কার্যাবলীর মাধ্যমে তাঁহার মধ্যে এমন এক গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব বিকসিত হইয়া উঠিত যাহার ফলে সাধারণ বিবাদ বিসম্বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচণ্ড বিক্ষোভ এমনকি দেশব্যাপী বিদ্রোহানল পর্যন্ত পানি হইয়া যাইত। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ঘোর আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতেও পরিশেষে বিজয়ের নৌকা তাঁহার ঘাটেই আসিয়া ভিড়িয়াছে—এমন শত শত দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৌলানা বাকী বহুপূর্ব হইতেই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "বন্ধুগণ। আমার আশা ছেড়ে দাও। আমার দিন ফুরিয়াছে।" বহু মহামানুষের মত তাঁহা ও মুখের কথা সত্যিই বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার দিন সত্যিই ফুরাইয়া আসিয়াছিল, ইহার কিছু দিন পরেই তিনি করাচীতে নিষ্ঠুরভাবে হৃদয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্খী-

www.ahlehadeethbd.org

"মধ্যপ্রাচ্যের" তৈল সম্পদ

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঈরান

তৈল সম্পদে মধ্যপ্রাচ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হচ্ছে ঈরান।

ঈরানের তৈল আবিষ্কারের জন্য প্রথম যে ব্যক্তিটী চেষ্টিত হন তার পরিচয় শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। তিনি হলেন অষ্ট্রেলিয়ার এক খৃষ্টান পাদ্রী। নাম উইলিয়াম নক্স ডিয়ার্কী। ঈরানের ইতিহাস, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নাম করে তিনি পারস্য প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। পারস্যের অগ্নিপূজকদের প্রাচীন উপাখ্যানে পুনঃ পুনঃ 'চির দীপ্তিমান অগ্নি' আর "জলন্ত বারিধির" কথা প'ড়ে তার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে গিয়েছিল যে, এ শব্দগুলোর তাৎপর্য পেট্রোলিয়াম তৈল ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। অল্পদিনের মধ্যে তদানীন্তন পারস্য সম্রাট নাসিরুদ্দীন শাহ কাচার এর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ স্থাপিত হয়ে গেল এবং সেই সুযোগে তিনি তৈল অনুসন্ধানের জন্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এক চুক্তি আদায় করতে সমর্থ হলেন। এই চুক্তি বলে ৬০ বৎসরের জন্য বার্ষিক মাত্র ৪ পাউণ্ড কর প্রদানের বিনিময়ে পারস্যের সর্বত্র তিনি তৈল অনুসন্ধানের অনুমতি পেয়ে গেলেন। তৈল আবিষ্কৃত হলে লভ্যাংশের শতকরা ষোল টাকা পারস্য সরকারকে দিতে হবে একথাও উভয় পক্ষ মেনে নিলেন। ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতি এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তিনি দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর ১৯০৮ সালে দক্ষিণ ঈরানের খুজিস্তানের আহওয়াজস্থ মসজিদে-সুলায়মান- নামক স্থানে এক তৈল কুপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু অচীরেই তিনি পুঁজিপতিদের এজেণ্ট কর্তৃক নিহত হন এবং তার স্থান দখল

গণের শত আনুরোধ ও বাধা অমান্য করিয়া মৃত্যুর অমোঘ আহ্বানে তিনি মাতৃগ্রাম নুরুল হুদায় আসিয়া উপনীত হন। ১৯৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর (১২ই রবিউল আউয়াল) স্বীয় পল্লীবাসভবনে এই দেশবরেণ্য নেতার চির দেহাবশান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকীর আকস্মিক তিরোধানে পাকিস্তানের সমগ্র অধিবাসীরা গভীর বেদনায় ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পাড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে সমবেদনা জানাইয়া গুণমুগ্ধ দেশবাসী ও নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে অসংখ্য তারবার্তা ও পত্র পাওয়া গিয়াছিল এবং পাকিস্তানের সমস্ত পত্রিকায় ও বেতার কেন্দ্র হইতে তদীয় মৃত্যু বার্তা ঘোষিত হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অসংখ্য শোক সভায় বেদনাকাতর জনসাধারণ তাহাদের প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছিল। তারবার্তা ও পত্রাদি প্রেরকদের মধ্যে জনাব নূরুল আমীন, জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন, জনাব ফিরোজ খাঁন নূন, দিনাজপুর ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, শওকত হায়াত খাঁন (গণপরিষদের সদস্য) হাফিজ উদ্দীন চৌধুরী, ইউসুফ হারুণ, মৌলানা আকরম খাঁ, জনাব হাছান আলী, জনাব তমিজ উদ্দীন খাঁ, শাহ আজিজুর রহমান, জনাব সানাউল্লাহ আহমদ ও এইরূপ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দেশের বিভিন্ন কোণ হইতে যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ তর্জুমানুল হাদিসের তৃতীয় বর্ষ ১১—১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে বসে—অ্যাংলো ইরানীয়ান অয়েল কোম্পানী। এই কোম্পানীতে ইংরেজ সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৬। কোম্পানী পূর্ব সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী শতকরা ১৬ ভাগ লভ্যাংশ ইরান সরকারকে দিয়ে চলল।

কিন্তু কোম্পানীর সততায় পারস্যের তদানীন্তন সুচতুর সম্রাট রেজা শাহ পাহলভীর সন্দেহ জাগ্রত হ'ল এবং এক কৌশলে তিনি কোম্পানীর ফাঁকি-বাজি হাতে নাতে ধরে ফেললেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে তারা নিষ্কাশিত তেলের পরিমাণ কম দেখিয়ে ইরান সরকারকে বছরের পর বছর ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। সম্রাট কোম্পানীর এই ফাঁকিবাজির জন্য তৈল চুক্তি বাতিল করার হুমকি দিলেন। ব্যাপার শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে গড়াল এবং রয়েলটির পরিমাণ বর্ধিত হয়ে ১৯৩৩ সালে পুনঃ ৬০ বৎসরের জন্য নুতন চুক্তি সম্পাদিত হ'ল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ে ইরানী তৈল যে অনেক খানি সহায়ক হয়েছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ যুদ্ধের শেষ ৩ বৎসর বিরামহীন গতিতে প্রেরিত হয়েছিল—তার মধ্যে সব চাইতে মূল্যবান বস্তুটি ছিল এই ইরানী তৈল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মসজিদে-সুলায়মানে তৈলকূপ আবিষ্কৃত হয়, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হাফ্‌ত কেল এবং গাছসারানে, ১৯৩৫ সালে নাফ্‌ত্‌ সাফিদে এবং নাফত-ই-সাহে, ১৯৩৭ সালে আগাহ জারিতে আর ১৯৩৮ সালে লালীতে তৈল খনি আবিষ্কৃত হয়। ১৩০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইনের ভিতর দিয়ে এইসব কেন্দ্র হতে উত্তোলিত তৈল পারস্য উপসাগরের আবদান বন্দরে নীত হয়।

১৯৫১ সাল পর্যন্ত তৈল উত্তোলনে বিদেশী প্রতিষ্ঠানেরই এক চেটিয়া কতৃত্ব ছিল। ইরানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মোসাদ্দেকের আপ্রাণ চেষ্টায় এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইরান সরকার এবং আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়ামের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, লাভের শতকরা ৫০ ভাগ পাবে ইরান সরকার আর ৫০ ভাগ যাবে কনসর্টিয়ামের হস্তে। কনসর্টিয়ামে ৪০ ভাগ শেয়ার ব্রিটিশ, ৪০ ভাগ আমেরিকা। ১৪ ভাগ ওলান্দাজ এবং ৬ ভাগ ফরাসীদের, এই চুক্তির মিয়াদ ২৫ বৎসর স্থায়ী হবে আর বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্র ১০০০০০ বর্গ মাইলের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত এলাকার অনুসন্ধান এবং তৈল উত্তোলনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে ইরান অয়েল কোম্পানী। ইহা জাতীয় ইরান তৈল কোম্পানীর পরিচালনাধীন একটি শাখা প্রতিষ্ঠান।

ইরানের উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ যেমন ক্রমেই বেড়ে চলেছে এই তৈল হ'তে জাতীয় সরকারের আয়ও ততোধিক বর্ধিত হচ্ছে। ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন তৈল কেন্দ্র থেকে উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ ছিল ১,৩৬৬,৮০০ টন, ১৯৬১ সালে উহা ৫,৯০০০০০ টনে গিয়ে পৌছে। ১৯৪৮ সালে যেখানে ইরান সরকার রয়েলটি পান ৩,৭০০০০০ ইউ এস ডলার, সেখানে ১৯৫৯ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৮০০০০০ ডলারে।

ইরাক

ইরাকের কিরকুকে তৈল উত্তোলন কেন্দ্রের প্রথম কাজ শুরু হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। এটাই ইরাকের বৃহত্তম কেন্দ্র, এখানে গোটা দেশে মোট তৈলের দুই তৃতীয়াংশই উত্তোলিত হয়ে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্র গুলি রয়েছে আইন সালেহ (১৯৩৯), নহর ওমর, নহর জুবায়র, (১৯৪৯) বুতানাহ্‌ (১৯৫২) এবং রুমালিয়ায়। পাইপ লাইন সিরিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করে কিরকুক এবং আইন সালেহ থেকে ত্রিপলীতে এবং বানিয়াস বন্দরে নিয়ে আসা হয়। চারিটি ইউরোপীয় দেশ কর্তৃক সম অংশে এখানে তৈল উত্তোলন ও সরবরাহ করার কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। কোম্পানীগুলোর নাম হচ্ছে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, রয়েল ডাক শেল, নিকট প্রাচ্য ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন এবং 'কম্পেনী-ফ্রান্সিস ডেস পেট্রোলেস।''

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাতার

কাতারের দুখান তৈল ক্ষেত্র মাত্র ২২ বৎসর পূর্বে ১৯৪৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৩ সালে উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ টনের সামান্য কিছু উপরে, উহা বর্ধিত হয়ে ৮ বৎসরে—১৯৬১ সালে উক্ত তেলের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮০ লক্ষ টনে। ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর আনুকূল্যে উহার সহায়তাপুষ্ট একটি সংস্থার মারফত তৈল উত্তোলন, সরবরাহ, প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। কাতার উপদ্বীপের ভিতর দিয়ে একটি পাইপ লাইনের সাহায্যে সঞ্চয় কেন্দ্র হতে উম সৈয়দে তৈল বাহিত হয়ে থাকে। ১৯৫৯ সালে কাতার সরকার উক্ত তৈল থেকে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ইউ এস ডলার রয়েলটি লাভ করছিলেন।

বাহ্‌রায়েন

১৯৫৩ সালে বাহ্‌রায়েনের উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৬ হাজার টন। দুঃখের বিষয় এই দেশের বর্তমান তৈল উত্তোলনের সংবাদ আমরা অবগত হতে পারি নাই।

লিবীয়া

লিবিয়ায় তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালে। জেলটেন, দাহ্‌রা এবং বেদা নামক স্থানে গুরুত্বপূর্ণ তৈল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬১ সালে মাত্র ৫ লক্ষ টন তৈল উত্তোলিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু এ বছর কাজ পুরাদমে চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে মোট উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টনে।

মিশর

সর্বপ্রথম ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মিসরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈলের সন্ধান পেতে থাকে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জেমসায়, ১৯১৩ খৃঃ হারগাদায়, ১৯৩৮ খৃঃ বাস্‌ গারিবে, ১৯৪৫ সালে বেলাইম ও আস্‌লে, ১৯৪৬ সালে সুদ্‌রে এবং ১৯৫৬ সালে আবু রুডেইজে তৈল খনি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৩ সালে মিসরে উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন। বর্তমানে ৩০ লক্ষ টনের উপর উৎপাদিত হচ্ছে। মিসর দেশের বাইরে তৈল রপ্তানী করেনা। সমস্তই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। এ ব্যাপারে মিসর আত্ম নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

তুরস্ক

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কে উত্তোলিত তৈলের পরিমাণ ছিল নেহায়েৎ অকিঞ্চিৎকর—মাত্র ২৮ হাজার টন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা বর্ধিত হচ্ছে এবং নূতন নূতন তৈল খনির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—তবে উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী নহে। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের বামানদাগ, গার্জন এবং গার্মিকে কতিপয় তৈল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এই সব তৈল কূপের উৎপাদন থেকে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের—একটা বড় অংশ মিটছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে তৈল সম্পদের গুরুত্ব

মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর বৃহত্তর অংশ মরুময় কিম্বা অনুর্বর। বর্তমানে সমগ্র আয়তনের মাত্র ৫ ভাগ স্থানে কৃষিকার্য হয়ে থাকে। এমন কোন বৃহৎ শিল্প নেই কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে শিল্প বিস্তারের তেমন সম্ভাবনা নেই যার দ্বারা ঐ সব দশ বা দেশের বৃহত্তর জনগণ উপকৃত হতে পারে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, মধ্য প্রাচ্যের সবগুলো দেশ কমবেশী পার্থিব উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। তারা আধুনিক সভ্যতার পথে এতটা দ্রুত ধাবিত হয়েছে যে, বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশে এই হারে উন্নতি সাধিত হয় নাই। আধুনিক দালান কোঠা, দোকান বাজার, রাস্তাঘাট, হোটেল রেস্তোরা, পার্ক বাগান প্রভৃতি দ্বারা সহর সমূহ সুসজ্জিত স্বর্গপুরীতে পরিণত হয়ে চলেছে। পোষাক পরিচ্ছদের জৌলুস, গৃহের আসবাব পত্র ও সাজসরঞ্জামের আধিক্য, মেয়েদের বাবুগিরি ও ফ্যাসনের প্রতি অনুরাগ, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি মিলে সহরে বন্দরে নূতন সমাজ গড়ে উঠেছে। দেশের বৃহত্তর জনসমাজ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রাম-দেহাতের নিরক্ষর জনতার মধ্যে এ সবের সংক্রামকতা ধীরে ধীরে ছড়ে পড়েছে—তবে এ পথের প্রধান অন্তরায় হয়ে আছে গ্রামবাসীদের দারিদ্র।

মধ্যপ্রাচ্য এবং আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে আরব জগতের আজিকার সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হ'ল ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্য। গুরুত্বের দিক দিয়ে এর পরবর্তী সমস্যাই হ'ল—নবাবীষ্কৃত সম্পদের পূর্ণ জাতীয়করণ এবং উহার আয় থেকে সহর গ্রাম নির্বিশেষে ধনী দরিদ্র সকলের কল্যাণ সাধন।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

বর্তমানে তৈল থেকে মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহের যে অর্থ অর্জিত হচ্ছে সেই অর্থই চূড়ান্ত নয়। সম্মুখে আরও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষায় আছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, আগামী দশ পনর বছরের মধ্যে মধ্য প্রাচ্যের তৈল উৎপাদন দ্বিগুণের চাইতেও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৫৯ সালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের উৎপাদন ছিল ২৩ কোটি মেট্রিক টন, ১৯৬০ সালে ২৬ কোটি টন আর ১৯৬১ সালে উহা ২৮ কোটি ২০ লক্ষ টনে গিয়ে পৌঁছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুসারে ১৯৬৫ সালে উহা বর্ধিত হয়ে ৪০ কোটি টনে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তা হবে তখনকার সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের মোট উৎপাদনের শত করা ৭৫ ভাগ। এই উৎপাদন ক্রমবর্ধিত হারে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ৮০ কোটি টনে গিয়ে পৌঁছবে।

তারপর এখন ৫০—৫০ হারে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যে রয়েলটি পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আন্দোলন চলছে। দেশবাসীদের আত্মচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দাবীও জোরদার হয়ে উঠতে বাধ্য। বিদেশী কোম্পানী রয়েলটির পরিমাণ বাড়াতে বাধ্য হবেন এবং তৈল উত্তোলন, বিশোধন ও সরবরাহ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য যখন অদূর অথবা দূর ভবিষ্যতে দেশীয় লোকদের হাতে আসবে (এবং তা একদিন আসতে বাধ্য) তখন এই অমূল্য সম্পদ থেকে সমূহ কল্যাণই উহার ন্যায্য দাবীদার—সমগ্র দেশবাসী পেতে থাকবে।

এ সম্পদের আচরণ যে শুধু ভূগর্ভস্থ তৈল কূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে তাই বা কেমন করে বলা যেতে পারে? বালু ও কঙ্করের দেশ আরব রাষ্ট্র সমূহের ভূগর্ভে আধুনিক জগতের এত বড় মূল্যবান সম্পদ আল্লাহ লুকিয়ে রেখেছিলেন একথা কে কবে কল্পনা করতে পেরেছিল?

আজ দুনিয়ায় অবিশ্বাস বলে কিছু নেই। এমন সব আশ্চর্য আশ্চর্য রহস্য উদ্ঘাটিত আর বিস্ময়কর কাজ সংঘটিত হচ্ছে যার অস্তিত্ব কল্পনা করতেও মন ও মস্তিষ্ক পেরেশান হয়ে উঠছে। এমনি এক বিস্ময়কর খবর পাঠ করলাম খলীল হামিদীর এক উর্দু লেখার বাংলা তর্জমায় (জাহানে নও, ৫ম বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা)

তিনি লিখেছেন,

".....এর চাইতেও বিস্ময়কর খবর হলো আরব সাগরের নীচে বিপুল পরিমাণ তেলের অবস্থান। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে মোনায়ফা নামক স্থানে দুটো কুয়া খনন করা হয়। সেখান থেকে কয়েক লক্ষ ব্যারোল তৈল উত্তোলিত হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রের তলায় আরও কুয়া খনন করা হচ্ছে। পানির মধ্যে কুয়া খনন করার জন্য ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার মূল্যের চলন্ত ড্রিলিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীর এই পুথিগন্ধময় পরিবেশেও খোদার অসীম শক্তির যে সব নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে, তা সত্যই অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর।

উপরে পানির সমুদ্র পাহাড়ের মতো বিপুলায়তন তরংগরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে দুর্বার বেগে। আর তার নীচে তেলের সমুদ্র! এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

مرج البحرين يلتقيان - بينهما برزخ لايبغيان

দুটো সমুদ্রকে তিনি সম্মিলিত করেছেন, তারা পরস্পর মিলিত হয়ে চলেছে, তাদের মধ্যভাগে এক সীমান্ত আছে তারা কখনো এই সীমান্ত অতিক্রম করে না।"—কোরআন।

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীগণ যে সব অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তন্মধ্যে একটী বড় অপবাদ হল এই যে, "ইসলাম তরবারীর সাহায্যে বিস্তার লাভ করেছে।" কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাপারে রোমান শাসকগণের অত্যাচারের যে বিভীষিকাপূর্ণ কার্য-কলাপে আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসি-মলিন হয়ে আছে সে সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বল-প্রয়োগ পূর্বক খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ইউরোপের সাধারণ রাজ-রাজড়াগণ আর বিশেষ করে স্পেন, পর্তুগাল, রুশ ও হল্যাণ্ডের শাসক গোষ্ঠী যে নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সে সব ইতিহাস বর্তমান খৃষ্টান মিশনারীদের অবিদিত থাকার কথা নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ সব জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও মিশনারীগণ মুসলমানদের পতন যুগের দু'-একজন বাদশাহের অনুরূপ কার্যকলাপের ফলে ইসলামের গোটা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার জন্য বরাবর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের একথা জেনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর বুকে যতগুলো ধর্ম ছিল এবং এখনও আছে তন্মধ্যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার মতে **ধর্মের সংজ্ঞা হল বিশ্বাস** আর বিশ্বাস কোন দিন তরবারী বা বেয়নেটের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। অতএব খৃষ্টান মিশনারীদের এ অপবাদ যে, বল-প্রয়োগ পূর্বক ইসলামের বিস্তৃতি সাধিত হয়েছে আসলে ইসলামের মৌলিক নীতিরই পরিপন্থী। আর যদি খৃষ্টান মিশনারীদের উক্ত অপবাদই সত্য হয়ে থাকে তবে আমরা তাদেরকে একজন ন্যায়নিষ্ঠ খৃষ্টান মিঃ কারলায়লের ভাষায় জিজ্ঞাস করব, "এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে ইসলাম শাণিত তরবারীধারী এক বিরাট সেনাবাহিনী কর্তৃক বিস্তার লাভ করেছে তা হলে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, এই বিরাট সেনাবাহিনী কার তরবারীর ঝনঝনিতে ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল?" খৃষ্টান মিশনারীদের কথিত অপবাদের মূলে যদি আদৌ কোন সত্য নিহিত থাকত তা' হলে সে সব দেশে ইসলামের নাম গন্ধও থাকা উচিত ছিল না যে দেশর মাটি কোনদিন কোন মুসলমান সৈন্যের পা স্পর্শ করেনি। কিন্তু ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত হাবশের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কোন দিনই তরবারী উত্তোলন করেন নি। কিন্তু তথাপি আজ সেখানকার মোট লোক-সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান।

নওবুতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে (৬১৫ খৃষ্টাব্দে) ১২ জন পুরুষ ও চারজন নারী, আল্লাহর নাম করার অপরাধে মক্কার কাফেরদের অত্যাচারের ফলে স্বধর্ম রক্ষার জন্য জননী জন্মভুমির মায়া ত্যাগ করতঃ দেশান্তরিত হতে বাধ্য হন। তথাকার দিনে আরবদেশের পাশ্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্যে হাবশ বা আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী ন্যায়নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই দেশান্তরী মুসলমানেরা তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়, মনে করলেন। কিছু দিন পর এদের সঙ্গে ৮১ জনের আরও একটী কাফেলা গিয়ে মিলিত হল। পলাতক মুসলমানেরা নাজ্জাসীর ছায়াতলে নিরাপদে অবস্থান করছে দেখে চিন্তায় কুরায়শ প্রধানদের মন অস্থির হয়ে উঠল। সকলে মিলে স্থির করল: আবিসিনিয়া রাজের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে পলাতক ও ফেরারী আসামী বলে তাদেরকে ধরে আনতে হবে। এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ও অর্থ ব্যয়ের অভাব হল না। যথা সময় একদল প্রতিনিধি নাজ্জাসীর দরবারে উপস্থিত হয়ে জানাল যে, তাদের একদল উন্মার্গগামী নির্বোধ যুবক এক নুতন ধর্ম গড়ে তোলার অপরাধে অপরাধী। তারা জাঁহাপনার আশ্রিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাদেরকে ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য তাদের মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন এবং মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদেরকে জাঁহাপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। প্রতিনিধিগণ খৃষ্টান নাজ্জাশীর কানে এ কুমন্ত্রণা দিতেও কসুর করল না যে, তাঁর আশ্রিতেরা যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর পুত্রও ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করার পরিবর্তে মানব তনয় ও আল্লাহর দাস বলে থাকে।

কুরায়শগণের এত সব দুরভিসন্ধি কার্যতঃ ন্যায় পরায়ণ নাজ্জাশীকে বিচলিত করতে পারেনি। একদল নিঃসহায় নিঃসম্বল ও উপায়হীন প্রবাসী আশ্রিতের মুখে খৃষ্ট-ধর্মে বিশ্বাসী স্বয়ং রাজা তাঁর রাজদরবারে বসে "যিশু-খৃষ্ট আল্লাহর দাস বই আর কিছুই নয়" শুনছেন আর মুহূর্তের জন্য উত্তেজিত না হয়ে বরং উল্টা এ কথা বলছেন যে, "যিশু ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নি"—এর চেয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? ধর্ম-বিদ্বেষ ও গোড়ামীর নিকট মানুষের সব ন্যায়নিষ্ঠা পরাজিত হয়ে থাকে। কিন্তু ন্যায়-নিষ্ঠ নাজ্জাশী এর ব্যতিক্রম।

যা'হোক, কুরায়শ প্রতিনিধিগণের নব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে নাজ্জাশী তাদেরকে দরবার হতে দূর করে দিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলের।

ইসলামের প্রাথমিক ও দুর্দশার দিনে হাবশের জনৈক বাদশাহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রবাসী মুসলমানের জান-মাল হেফাজতের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারই প্রতিদান স্বরূপ আজ দীর্ঘ পৌণে চৌদ্দ শত বছরের মধ্যে কোন দিন কোন মুসলমান হাবশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই! কৃতজ্ঞতার এত বড় নজীর পৃথিবীর অন্য কোন জাতির আছে কি না তা আমাদের জানা নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বলপ্রয়োগ দ্বারা ইসলাম প্রচার করা হয়ে থাকলে হাবশে মুসলমানের অস্তিত্ব পাওয়া যাওয়া উচিত ছিলনা। শুধু হাবশই নয়, আফ্রিকা মহাদেশস্থ বিভিন্ন দেশের পরিসংখান দেখলে এ কথা স্থির নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, আফ্রিকার এমন সব দেশে মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ যেখানে কোন দিন কোন মুসলমান সৈন্য প্রবেশ করেন নি। ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, চীন দেশ কোন দিন কোন মুসলমান সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয় নি। কিন্তু সেখানেও আজ প্রায় চার কোটী মুসলমান বাস করেন, মালয় উপদ্বীপ কোন দিন কোন মুসলমান বাদশাহের পদানত হয়নি। কিন্তু সেখানেও মুসলমানের জন-সংখ্যা চার কোটী। দূর প্রাচ্যের বভিন্ন দেশে মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু সেসব যায়গায় কোনদিন মুসলমানেরা আক্রমণ চালিয়ে ছিল বলে কেউ বলতে পারেনা।

ইসলামী ইতিহাসের ক, খ যাদের জানা আছে তারাও একথা বিলক্ষণ জানেন যে, তুর্কী ও তাতারগণ, চেঙ্গীজ ও হালাকু খাঁর দল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী চালনা করার জন্যই নাজেল হয়েছিল এবং তাদের নির্মম তরবারীর ঝঙ্কারে সমগ্র ইসলামী দুন্‌য়া থর থর করে কেপে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের রক্ষাকর্তা ও মুবাল্লেগ সেজে বসল। এদের বিরুদ্ধে কে কবে তরবারী ধারণ করেছিল এবং কারই বা তরবারীর ভয়ে ভীত হয়ে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?

পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখলেও দেখা যাবে যে, এদেশে ইসলামের-বিজয় সূচীত হয়েছিল খাইবার গিরিপথ দিয়ে আর কালক্রমে উহার বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল আসামের পর্বতশিখরে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার শক্তি-কেন্দ্রের উৎস কোন দিনই আগ্রা, দিল্লী ও দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বিহারের বাইরে স্থাপিত হয়নি। ইসলাম তরবারীর সাহায্যে বিস্তার লাভ করে থাকলে সেসব জায়গাতেই মুসলমানের সংখাধিক্য হওয়া উচিত ছিল যেখানে মুসলমানেরা যুগের পর যুগ ধরে তাদের শক্তি-কেন্দ্র স্থাপিত করে রেখেছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আগ্রা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিল্লী ও বিহারের আদম-শুমারীর রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, এদেশে মুসলমান অনুপ্রবেশের দীর্ঘ আটশত বছর পরও তথায় শতকরা ১৫% জনের বেশী মুসলমান বাস করেনা। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশ, সিন্ধু ও কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা উল্লেখ যোগ্য।

এদেশে মুসলিম অনুপ্রবেশের পর হতে দাক্ষিণাত্য চিরদিনই মুসলমানদের পদানত ছিল। তথায় প্রভাবশালী বাহমনী সুলতানগণ যুগ যুগ ধরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। বাহমনীদের পতনের পর সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে পাঁচটি সুলতানাত স্থাপিত হয়েছিল তাও মুসলমানদেরই। আর ভারত কর্তৃক জোরপূর্বক হায়দরাবাদ দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের একটী বিরাট অংশে মুসলমানদেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা এত নগণ্য যে উল্লেখ করারও যোগ্য নয়।

ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে যে, রাজপুতানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিয়াসতগুলিকে মুসলমান বাদশাহগণ কোন দিনই পুরোপুরী ভাবে পদানত করতে সক্ষম হন নি। এদেশ বৃটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তথাকার হিন্দু রাজাগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খড়্গহস্ত ছিলেন। এতদ্সত্বেও রাজপুতানায় এখন এমন কোন রিয়াসত বা ক্ষুদ্র রাজ্য নেই যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য।

শিলং ও বার্মা দেশ কোন দিনই মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয় নি। কিন্তু সেখানেও মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

এ সব পুরাতন ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে এ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন-যুগের কথাই বলি। বৃটিশ শাসনের যুগকে এ দেশে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। এ যুগে মুসলমানদের উলঙ্গ তরবারী চিরতরে খাপে পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোল্লা-মৌলবীদের মাথার উপরে উলঙ্গ তরবারী ধারণ পূর্বক "তরবারীর জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে" বলে ফত্ওয়া আদায় করে তা বাজারে ছড়ানো হয়েছে। ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম প্রেম ও মৈত্রীর এ যুগের পরিসংখ্যান আলোচনা করে দেখলেও দেখা যাবে যে, মাত্র ৬০।৭০ বছরের মধ্যে এ উপমহাদেশে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ হতে ৭ কোটির কোঠায় উপনীত হয়েছে। ১৮৯১ সালের আদম শুমারীতে এ উপমহাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৯০১ সালে উহা ৬ কোটি ২৫ লক্ষে উপনীত হয়। আর ১৯২১ সালে উহা আরও বর্ধিত হয়ে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হয়। ১৮৯১ হতে ১৯২১ সালের মধ্যে মাত্র ৩০ বছরের ব্যবধান। এত অল্প সময়ের মধ্যে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ হতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ পুরো এক কোটি মুসলমান বৃদ্ধি হয়েছিল কার তরবারীর ঝনঝনিতে ভীত হয়ে? এ সব কোন্ সুলতান মাহ্মুদ আর কোন্ আলমগীর আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীর ফলে সম্ভব হয়েছিল?

(চলবে)

www.ahlehadeethbd.org

আজাদী দিনের শপথ

এস্, বেলায়েৎ হোসেন

আজাদীর সুপ্রভাত,
উষার সোনালী কিরণ হাসিল ঘুচিল অমার রাত।
দিকে দিকে উঠে তক্‌বীর ধ্বনি, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ;
মুস্‌লিম লীগ লভিল বিজয় পূর্ণ হ'ল স্বপ্নসাধ।
হেলালী নিশান প্রতি গৃহ-চূড়ে উড়িতেছে পতপত
উল্লাসে মাতিয়া পাকনাগরিক বাহিরিছে শতশত,
সবার আনন জানন্দে উজল নাহি দুঃখ নাহি খেদ
জাতিধর্ম ভুলি সবে গলাগলি নাহি কোনো ভেদাভেদ।
কে-হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-মুসলিম কে ক্ষুদ্র কে মহাশয় ?
পাকজমিনের অধিবাসী কিনা—এই বড় পরিচয়।

ভুলিয়া অতীত স্মৃতি,
পাক নাগরিক করে কোলাকুলি জানায় পরম প্রীতি।
পাকিস্তান তরে প্রাণোপম প্রিয় দিল প্রাণ সেই হাতে
সেই হস্ত ধরি ভুলি সেই ব্যাথা মিলিতেছে হাতে হাতে,
ভুলে গেলে সব প্রিয়-হারা-ব্যথা কলিজার রক্তদান
ক্ষয়ক্ষতি কত হইয়াছে তার 'লড়কে' নিতে পাকিস্তান।
ভুলে গেছে সে যে দু'শো বছরের অত্যাচার অপমান,
দুশ্‌মনদের ষড়যন্ত্র জালে মুসলিমের আত্মদান।
তৃপ্তি আজি তার—পাইয়াছে নিজ বাসভূমি পাকিস্তান,
গড়িয়া তুলিবে কৃষ্টি ও সভ্যতা মহীয়ান গরীয়ান।

আজি হায় নাহি তাঁরা,
পাকওয়াতান গড়িতে যাঁহারা হয়েছিল সর্বহারা।
তাঁরা চলে গেছে কর্তব্য সাধিয়া আমাদের আছে বাকী
হবো মোরা দায়ী আমাদের কাজে যদি মোরা দেই ফাঁকি
কে আছো কোথায় ভালবাসো দেশ, ইসলাম ভালবাস,
পাকিস্তানের বীর মুজাহিদ ভাইরা এগিয়ে আস।
বদ্ধপরিকরে নেমে পড় ওগো নীরবে দেশের কাজে ;
মুখবুজে শুধু কাজ করে যাও কভুও বকোনা বাজে।
সবে যায় যবে চন্দ্রজয় তরে স্পুটনিক দ্রুতযানে
গোশকটে চড়ি আমরা চলেছি ভ্রাতৃ বিরোধাভিযানে।

www.ahlehadeethbd.org

আজাদী দিবস

পশ্চাতের স্মৃতি, সামনের দায়িত্ব

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

১৪ই আগষ্ট জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিবস। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের এক অশুভ মুহূর্তে ভাগীরথীর উপকূলে পলাশীর আম্রকাননে দেশের স্বাধীনতা তথা জাতীয় গৌরবের যে প্রদীপ্ত সূর্য অস্তমিত হয়, ১৯০ বৎসরের সাধ্য সাধনা এবং জদ ও জিহাদের পর ১৯৪৭ সালে এই পুণ্য দিবসে জাতির ভাগ্যাকাশে উহার পুনরোদয় সম্ভব হয়।

আজাদী জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। ১৪ই আগষ্ট আমরা পরাধীনতার দুঃসহ অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আজাদীর আশীবাদ লাভে ধন্য হয়েছি। এই দিবস কলঙ্ক-লাঞ্ছিত পরাধীনতার লা'নত জাতির কালিমালিপ্ত ললাট থেকে মুছে গিয়েছে। গোলামীর দুঃসহ শৃংখল আমাদের হস্তপদ হতে খসে পড়েছে। জিঞ্জিরমুক্ত অষ্টকোটি মানব সন্তান আজাদীর অমৃত সুধা পান ক'রে এই দিন ভবিষ্যতের এক রঙ্গীন স্বপ্নে নব প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়ে উঠে। সুতরাং এই দিবস জনমনে আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি একান্তই স্বাভাবিক! কিন্তু এই আনন্দের অভিব্যক্তি আজ সম্ভব হচ্ছে যাদের জীবন ব্যাপী সাধ্যসাধনা, অপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্ম বলিদানের বিনিময়ে আজ তাঁদেরকে বিস্মৃত হলে চল্‌বেনা। যাঁরা সারা জীবন দুঃখ ও দুর্দশা সহ্য ক'রে দেহের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে হাসি মুখে জেল, ফাঁসি ও দ্বীপান্তর বরণ করেছিলেন, চিন্তা, বুদ্ধি, লেখনী, বক্তৃতা ও জাগরণী গান আর সংগঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের বুনিয়াদ গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন—সেই সব প্রতীভা-দীপ্ত মনীষী, অমর যোদ্ধা ও সংগ্রামী বীরদিগকে আজ আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে আর তাদের ত্যাগপূত জীবন ও আদর্শ থেকে আমাদের প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের হতিহাসে সর্বপ্রথম স্মরণ করতে হয় সেই জ্ঞানদীপ্ত প্রজ্ঞাবিভূষিত অমর মনীষী শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর কথা যিনি মোগল আমলের শেষ পর্যায়ে ভারত ব্যাপী মুসলমানদের সর্বাত্মক অবনতি, মুশরেকানা ভাবধারা, বেদআতী

শপথের দিন আজি,

জাতির পুনর জনম দিবস—পূতশুভ দিন আজি।
ওয়াদা করিব খালেছ নিয়তে খাটিব দেশের তরে,
চাষী জেলে তাঁতি মজদুর গণে লইব আপন করে।
অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নাশিব দেশের ঘুচাব অভাব দৈন্য
স্বদেশ রক্ষার সংগ্রামে সাজিব একনিষ্ঠ খাঁটি সৈন্য।
হিংসা দ্বেষ নাশি ভ্রাতৃপ্রেম-প্রীতি করিবারে পুনঃ বৃদ্ধি
করিব প্রয়াস বাড়াতে দেশের ইজ্জত হুর্মত ঋদ্ধি।
আল্লাহ্, মোদের নিবেদন হোক কবুল, হে রহমান
দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান হোক শাশ্বত চির অম্লান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চালচলন আর মারাত্মক নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মবিমুখতার বেদনাদায়ক দৃশ্য সর্বপ্রথম দরদী হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে তাদের পতনের কারণসমূহ কোরআনী সার্চলাইটে অনুসন্ধান করলেন, অবশেষে ঘোষণা করলেন, ইসলামের পুনর্জাগরণ আর মুসলমানদের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে নতুন ক'রে কোরআন ও হাদীসের পাঠ গ্রহণ এবং অনাবিল ইসলামের ভিত্তিতে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর আরব্ধ প্রচার কার্য চালিয়ে গেলেন তাঁরই সুযোগ্য চারি পুত্র—বিশেষ ক'রে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস শাহ আবদুল আযীয। তাঁদের কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শাহা ওয়ালিউল্লার প্রতীভাদীপ্ত পৌত্র পুরুষ-সিংহ আল্লামা ইছমাঈল শহীদ আর শাহ আবদুল আযীযের ছাত্র অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তির অধিকারী আমিরুল মুমেনীন সৈয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী।

তাঁরা মুসলমানদের ঈমানকে মজবুত এবং সমাজ জীবনকে গায়ের-ইসলামী ভাবধারা থেকে বিশোধিত করার জন্য লেখনী ধারণ করলেন। অত পর ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ ক'রে ব্যক্তি চরিত্র উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কারের পথ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম যুবকদের মনে জেহাদী জোশ পয়দা করলেন। তারপর মওলানা সৈয়দ আহমদ ও আল্লামা ইসমঈল উপযুক্ত সময় বুঝে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের মুসলিম নির্যাতক রণজিৎ সিং এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে দিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ইসলামের জয় নিশান উড়িয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ ক'রে বিস্তৃত এলাকা তাঁরা দখল করলেন এবং ইসলামী শাসন কায়েম করলেন। কিন্তু মুসলমানদের দুর্যোগ ও দুর্ভোগের ইতিহাস তখনও শেষ হয়নি। কতিপয় কমজোর ঈমান ও মুনাফেক লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় বালাকোটের পার্বত্য প্রান্তরে আল্লামা ইছমাঈল এবং তদীয় আমীর মওলানা সৈয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী শাহাদতের অমৃত পান করে এই ফানী দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য আর ইসলামী হুকুমতের জন্য তাঁরা প্রাণ দিলেন কিন্তু জেহাদের যে জোশ তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে রেখে গেলেন তা স্তব্ধ হ'ল না। শিখদের বিরুদ্ধে সীমান্তে দীর্ঘদিন মুজাহিদ বাহিনী জিহাদের সিলসিলা জারি রাখলেন। তারপর ব্রিটিশ যখন পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ দখল করে নিলেন তখন মুজাহিদ বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দিলেন। মওলানা শহীদের তেজস্বী ও কর্মবীর শিষ্য মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী কর্তৃক জেহাদের নেতৃত্ব গ্রহণের পর মুজাহিদ বাহিনী নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল। বাঙ্গলা ও বিহারের সংগ্রামী বীর—দলের পর দল এসে সীমান্তের মুজাহিদ শক্তিকে দৃঢ়তর করে তুলতে লাগলেন। মওলানা বেলায়েত আলীর পুত্র আমীর মওলানা আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আম্বিলার যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী বিরাট ইংরেজ শক্তিকে যেভাবে পযুদস্ত করলেন তার অবমাননা ইংরেজ কিছুতেই ভুলতে পারল না। মুজাহিদ আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য পাক-ভারতে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। ১৮৬৪ সালের আম্বালা ট্রায়াল, ১৮৬৫ সালের পাটনা ট্রায়াল এবং এর পর পর মালদহ, রাজমহল ও কলকাতা ট্রায়ালে বহুলোক ফাঁসি, দ্বীপান্তর এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, এবং বহুলোকের সয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল। ইংরেজের নির্মম নির্যাতনে আর ইংরেজের তল্পীবাহকদের বিরোধিতায় আন্দোলনের গতি মন্তর হয়ে আসল কিন্তু সম্পূর্ণ স্তব্ধ হ'লনা। ১৯৪৭ সালের পূর্বপর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনী সীমান্তের 'স্থানায়' তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বাধীনতার উদগ্র বাসনাকে রূপায়ণের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন।

° ° ° ° °

মওলানা সৈয়েদ আহমদ শহীদের অন্যতম বাঙালী মুরিদ ও খলিফা তিতুমীর দক্ষিণ বাঙলায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার এবং হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ নীল কুঠী সাহেবদের আর্থিক শোষণ হ'তে মুক্তিদানের নিমিত্ত এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেন। উইলিয়াম হাণ্টারের বর্ণনা মতে তিনি সমাজের নিম্ন স্তর ও শোষিত শ্রেণী হতে ৮০ হাজার লোককে তাঁর পতাকা তলে সমবেত করতে সক্ষম হন এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় শরিয়তের শাসন কায়েম করেন। তাঁর মুকাবেলায় মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু জমিদারের শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায় কলকাতা থেকে এসে কোম্পানীর এক সৈন্য বাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে ও তাঁর বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দেয়। তিতুমীর এবং তাঁর বীর জেহাদী বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক শাহাদৎ বরণ করেন।

বাঙলার পূর্ব প্রান্তে হাজী শরিঅতুল্লাহ (১৭৮১—১৮৪০) মুসলমানদেয় ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট শের্ক বেদআত এবং হিন্দুয়ানী প্রথাসমূহের বিলোপ সাধন পূর্বক ইসলামী বিধান জারির চেষ্টা করেন এবং মুজাহিদ আন্দোলনের ন্যায়—ইংরেজ শাসিত এলাকাকে দারুল হরব রূপে ঘোষণা করেন। এই দারুল হরব দারুল ইসলামে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেছেন। ইহা ফারাজী আন্দোলনরূপে পরিচিত।

হাজী শরীঅতুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য পুত্র দুধু মিঞা পিতার আরব্ধ কার্য চালিয়ে যান। তাঁর মুরিদ মু'তাকেদিগকে ঝগড়া বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমার বিচারের জন্য ইংরেজ সরকারের বিচারালয়ের গমন বন্ধ করে নিজেদের ভিতরই বিচারের ব্যবস্থা করেন। হিন্দু এবং ইংরেজের মিলিত প্রচেষ্টায় —আর শাসকদের নির্মম অত্যাচারে অবশেষে আন্দোলনের গতি ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

০ ০ ০ ০ ০

১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদী সংগ্রামে পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলমান ইংরেজকে বিতাড়িত করার চেষ্টায় ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সংগ্রামে বীর যোদ্ধাগণ ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে যেভাবে সন্ত্রাসিত ক'রে তোলে আজাদীর ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনী এতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে ইহার সহায়তা করেন।

০ ০ ০ ০ ০

পাক-ভারতের ব্রিটিশ সরকার এক দিকে মুজাহিদ আন্দোলন, ফারাজী আন্দোলন, সিপাহী সংগ্রাম, প্রভৃতির শক্তি খর্ব করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, অপর দিকে শাসনদণ্ড পরিচালনায় এমন এক নীতি অবলম্বন করেন যার ফলে শাসনকর্তৃত্ব, জমিদারী এবং সরকারী চাকুরী-বাকুরী হ'তে গোটা মুসলিম সমাজ দেখতে দেখতে নির্বাসিত হয়ে যায়। "ইণ্ডিয়ান মুসলমানে" ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টারের পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের এই বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিষয় নিয়ে এ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

০ ০ ০ ০ ০

স্যার সৈয়েদ আহমদ খান এই অবিচারের প্রতিকারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্বয়ং মুসলমানদিগকে বিরোধিতা ও অসহযোগিতার পথ পরিহার করে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতার ভাল দিকটা গ্রহণের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দেন। আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র ক'রে তার আন্দোলন পরিচালিত হয় বলে এই আন্দোলন আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।

প্রথম দিকে সৈয়েদ আহমদ খান পাক-ভারতের হিন্দু মুসলমানকে একই দেহের দুই চক্ষুরূপে অভিহিত করলেও পরে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ভূরি ভূরি নাজর চোখের সামনে দেখতে পেয়ে তিনি নিজেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভবিষ্যৎ শাসন কাঠামোতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেন। তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দেই বোম্বাই সহরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মুসলিমগণের উপর হিন্দুদের মারমুখী আচরণ দর্শনে তিনি ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে হিন্দু প্রাধান্যের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বঙ্গ আন্দোলনে এবং তৎপরবর্তী-কালে ভারত ব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মুসলমানদের নিকট হিন্দু মনোভাব তাদের আচরণের ভিতর উৎকট আকারে স্পষ্টীভূত হয়ে উঠে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের প্রধানতম উদ্দেশ্যে ঢাকার বুকে স্যার সলিমুল্লাহর আহ্বানে "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের" জন্ম হয়। তদবধি মুসলিম লীগ মুসলমানদের শাসনতান্ত্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের দাবী ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করতে থাকে—এবং হিন্দুদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ায় চেষ্টায় সর্ব শক্তি নিয়োগ করে। কয়েক বৎসর পর্যন্ত একই সময় একই স্থানে কংগ্রেস ও লীগ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯১৬ সালের লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট লীগের এই মিলন প্রচেষ্টার স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে।

মওলানা মোহাম্মদ আলী-শওকাত আলী-আজাদ কর্তৃক পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনের সহিত গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সংযুক্তির ফলে উহা এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু অচিরেই এই অবাস্তব ও কাল্পনিক ঐক্যের সৌধে ফাঁটল ধরে এবং মুসলমানগণ ধীরে ধীরে তাদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয়। নেহ্রু রিপোর্ট এবং জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় এই মৌলিক বিরোধ প্রকট হয়ে উঠে।

হিন্দু এবং মুসলমান একই দেশের অধিবাসী হলেও এক জাতি নয়, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এদেশের সংখালঘু মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনী স্বাতন্ত্র্য আর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক অধিকার অলুন্ন রাখতে পারবে না—এধরণের ভয় এবং আশঙ্কা মুসলমানের মনের কোণে উঁকি মারতে থাকে। কিন্তু কী তাদের চাই—তখন পর্যন্ত একথা কেও স্পষ্ট করে বলতে পারছিলেন না।

পারলেন ইসলামের এক একনিষ্ঠ খাদেম, কবি ও চিন্তানায়ক, দার্শনিক ও স্বপ্ন দ্রষ্টা আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল। আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সর্ব প্রথম মুসলমানদের পৃথক বাসভূমির প্রস্তাব পেশ করেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই তিনি বললেন, এ ছাড়া হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তিনি বিলাতে অবস্থান রত সূক্ষ্মদর্শী ও বাস্তববাদী নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এই নব আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণের আকুল আবেদন জ্ঞাপন করেন। ইকবালের প্রস্তাব ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা এবং মুসলিম জাতির মনোভাব বিচার করে ঠিক সময়ে তিনি এই আহ্বানে সাড়া দেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের প্রাক্কালে বিলাতে ব্যারিষ্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি দেশে আগমন করেন। মুসলমানগণ সাগ্রহে তাঁর নেতৃত্ব বরণ করে নেন। অসাধারণ প্রতিভা ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব বলে তিনি অল্প দিনেই পাক-ভারতের সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে জাতীয় পতাকার তলে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তুলতে সক্ষম হন। কায়েদে আজম তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে হিন্দু-ইংরেজের অশুভ আঁতাতের শত বাধা ও বিভীষিকা-অগ্রাহ্য করে মুসলিম জাতিকে আজাদীর সিংহদ্বারে পৌঁছিয়ে দেন। আজকের এই পবিত্র দিনে আমাদের এই মহামতি নেতা এবং তাঁর সর্বত্যাগী সহকর্মী কায়েদে মিল্লত লিয়াকত আলী খাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই উপমহাদেশে এই রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাও বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে হবে নিজস্ব ভূখণ্ড আমরা লাভ করেছি এজন্য যে, আমরা এরাষ্ট্রে আমাদের সুমহান ধর্ম, বিশিষ্ট জীবন পদ্ধতি, স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা, মহান ঐতিহ্য ও গরীয়ান তাহযিব তমদ্দুনকে সংরক্ষিত উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলার সুযোগ পাব।

০ ০ ০ ০ ০

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের একটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, আমরা গোলাম ছিলাম আজাদ হয়েছি। আমরা মুসলমান, আমরা চিরদিন আজাদ ছিলাম—আর চিরদিন আজাদ থাকতে চাই। গোলামী মুসলমানদের স্বভাব প্রকৃতি ধ্যান ধারণা এবং নীতি ও আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য বিহীন।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলমান শুধু একমাত্র একজনেরই গোলামী স্বীকার করতে প্রস্তুত অন্য কারো নয়—সেই একজন হচ্ছেন লা-শরিক আল্লাহ ان الحكم الا لله কর্তৃত্ব ও আধিপত্য-শক্তি ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, আর কারোরই নয়। মুসলমান একমাত্র তাঁকেই তাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক-প্রভু ও পরিচালক রূপে মানবে এবং তাঁর নির্দেশিত সেই জীবনাদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করবে যে আদর্শ ও ব্যবস্থাকে তাঁর প্রেরিত রসুল মানব মুকুট মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) জীবনে রূপায়িত করে সর্ব দেশের ও সর্ব কালের মুসলমানদের আদর্শরূপে স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক আখ্যায়িত হয়েছেন। আচরণ এবং চরিত্রের সুন্দরতম নমুনা তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন, সুতরাং তাঁরই অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে সকল দেশের ও সকল বর্ণের মুসলমানকে। কোরআনী নির্দেশকে সামনে রেখে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন হুবহু সেই পন্থা অবলম্বন করে আমাদেরও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করতে হবে। বলা বাহুল্য, অপরের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব-মুক্ত নিজস্ব আজাদ রাষ্ট্র ছাড়া এরূপ আদর্শ জীবন গঠন কস্মিনকালে সম্ভব নয়। পাক-ভারতের মুসলমানগণ আজাদ পাকিস্তানের জন্য লড়াই ক'রে সংগ্রাম জিতে নিয়েছিল শুধু এই উদ্দেশ্যকে হাছেল করার জন্যই। অন্য যত উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্খাই থাকুক না কেন, সমস্তই সফল হতে পারবে এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে। এজন্যই পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তান অর্জনই আমাদের চরম উদ্দেশ্য নয় উহা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র।

এই উপায়কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে সঠিকভাবে কার্যে প্রয়োগের জন্যই পাকিস্তানে খাঁটি ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন এবং উহার কার্যকরীকরণের মাধ্যমে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য। পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে পাক রাষ্ট্রের স্থপতি লিয়াকত আলী খান শহীদের বিবৃতি এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনি গণপরিষদে আদর্শ প্রস্তাবের আলোচনার জওয়াবে এক স্থানে বলেছিলেন ঃ

"মুসলমানগণ যাতে করে স্বাধীন ভাবে তাদের ধর্ম প্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানগুলো প্রতিপালন করতে পারে, রাষ্ট্র শুধু তা নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করেই সন্তুষ্ট থাকবে না। কারণ আমরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তান দাবী করেছিলাম, রাষ্ট্রের পক্ষে ঐরূপ নিরপেক্ষ আচরণ সেই আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে পণ্ড করে দেবে। আমাদের রাষ্ট্র খাঁটি ইসলামী সমাজ গঠনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবে, অপর কথায় এ ব্যাপারে রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।" তিনি বলেছিলেন, "ইসলাম শুধু মাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের নাম নহে। মহৎ জীবন যাপনের জন্য একটি আদর্শ সমাজ গঠন কার্যে ইসলাম তার অনুসারীদিগকে অনুপ্রেরণা দান করে থাকে।"

পাক-রাষ্ট্রে এই আদর্শ সমাজ গঠনের আকাঙ্খা ছিল পাকিস্তানের মুসলিম জনগণের প্রাণের দাবী। কত আশা, কত ভরসা নিয়ে তারা রাষ্ট্র-শাসক ও রাজনীতিকদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল! কিন্তু কায়েদে আজমের এন্তেকালের পর যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তাদের আশা পূর্ণ হওয়ার সহায়ক ছিল সেই লিয়াকৎ আলী খানকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হল! চিরঞ্জীব আল্লাহর হাতে পাকিস্তানকে সঁপে দিয়ে শহীদ লিয়াকৎ অমর জগতে প্রস্থান করলেন!

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের তরফ থেকে শুরু হয়েছিল বিভ্রান্তির কুহেলিকায় জনগণকে নিক্ষেপ করার অপচেষ্টা। কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লতের অতন্দ্র প্রহরায় এই অপশক্তি মাথা উঁচু করার হিম্মত দেখাতে পারে নাই। কিন্তু এই দুই আদর্শবাদী পুরুষ-সিংহের তিরোভাবে মেষ, বানর, মহিষ, গাধা হৈ হল্লা করে পাক রাষ্ট্রকে এক বন-রাজ্যে পরিণত করে ফেলল—আর গদী দখলের লড়াইয়ে এক অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। পাকিস্তানের আদর্শ, উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সব চুলোয় গেল। যার মুখে যা আসল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাই বলতে শুরু করল। অশিক্ষিত অজ্ঞ জনবৃন্দ ফেৎনা ফ্যাসাদ ও বিভিন্নমুখী টানা হেঁচড়ায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। দেশে চরম বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও ঊর্ধস্তরে মারামারি শুরু হয়ে গেল। অপরিহার্য হয়ে উঠল সামরিক হস্তক্ষেপ। সাড়ে তিন বৎসর চলল সামরিক শাসন। তারপর এল সামরিক শাসনের অবদান—নতুন শাসনতন্ত্র।

এমনি ভাবে কেটে গেল সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর। এই সোয়া এক যুগ পরে আমরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি—খুব গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার। অতীতকে স্মরণ করা এজন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন। কী আমরা চেয়েছিলাম—পনের বৎসরে কি পেলাম, আর এখন কোন্ দিকে দেশ চলেছে?

× × × ×

দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন পাক-ভারতের যে অংশ নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হয় সে অংশগুলি ছিল ব্রিটিশ আমলে খুবই অবহেলিত। ফলে আজাদী লাভের পর থেকেই নুতন করে সব কিছু—অর্থাৎ দেশের রক্ষী বাহিনী ও সামরিক শক্তির সংগঠন থেকে শুরু করে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পর্যন্ত—বেঁচে থাকার এবং এগিয়ে চলার অনেক উপকরণ সংগ্রহ ও শক্তি অর্জন করতে হয়। ১৫ বৎসরের সঙ্কীর্ণ সময়ে বৈষয়িক উন্নতি লাভে পাকিস্তান মোটামুটি যে কৃতিত্বের পরিচয় দান ও সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে—তাতে বেশ গৌরব অনুভব করা যেতে পারে যদিও দেশের উভয় অংশের মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচীতে বেদনাদায়ক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

কিন্তু আদর্শের রূপায়ণের পথে পাকিস্তান এক কদমও এগিয়ে যেতে পারেনাই—বরং একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যেতে পারে যে, আদর্শের ব্যাপারে দেশ পিছু হটেছে। যেখানে আদর্শ ছিল স্পষ্ট—সেটা এখন হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট, যে বস্তুকে পাকিস্তানের স্থির লক্ষ—ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল তার সামনে শতপ্রকার সন্দেহের মেঘাবরণ ছড়িয়ে জনগণকে আঁধারে নিক্ষেপ করার অন্তহীন চেষ্টা চলছে।

ক্ষমতাসীন সরকার গুলোর কাঁধেই এই অবস্থার সমস্ত দায়িত্ব চাপাতে গেলে আর যাই হোক সুবিচার করা হবেনা। এ ব্যাপারে সমাজ পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণকারীদের ভূমিকা অনেক স্থলেই আশাব্যঞ্জক নয়। আমাদের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, লেখক ও বক্তা, শিক্ষক ও আলেম, সরকারী—বেসরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আচরণ খুব সুখের নয়। এঁরা তাদের লেখায় বক্তৃতায়, আলোচনা ও ওয়াজ নছিহতে এবং বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগত আচরণে ও কর্মতৎপরতার ভিতর দিয়ে জনগণ ও দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা ছাত্র ও যুবক সমাজকে আমাদের মৌলিক জাতীয় আদর্শ ও প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত ক'রে তোলার কাজে বড় একটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু আদর্শ বিরোধী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী শক্তি সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, নাটকে, নভেলে এবং গোপন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে আর হালকা আনন্দ পরিবেশনের নামে আদর্শ-পরিপন্থী শিক্ষা ও নীতিবিগর্হিত আচরণ অনুকরণের পাঠ দিনের পর দিন অলক্ষ্যে এবং মতলব সহকারে প্রদান করেছে। এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে ক্ষীণকণ্ঠ উত্থিত হয়েছে—তাতে এর গতি স্তব্ধ হওয়া দূরের কথা, সমাজ জীবনে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে—এমন কি কোন কোন স্থলে আয়ত্তের বাইরেও চলে গিয়েছে। টেডী গার্ল ও টেডী বয়দের সাম্প্রতিক উৎপাত এবং তাদের অপকর্মের সমর্থনে কোন কোন মহলের সাফাই ও উৎসাহ দানের দৃষ্টান্ত থেকে বর্তমান অবস্থা বেশ আঁচ করা যেতে পারে।

কিন্তু দুঃখ লাগে সব চাইতে বেশী এই কথা ভেবে যে, যারা ইসলাম তথা পাকিস্তানের আদর্শে এখনও পুরোপুরী বিশ্বাসী তাদের বেশীর ভাগই কর্মতৎপর নন, তাদের হৃদয়ের অনুভূতি যেমন ভোঁতা, তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তেমনি অচেতন!

www.ahlehadeethbd.org

কোফ্‌র ও কাফের

(মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী)

নাম সম্বন্ধে আলোচনা

কাফের শব্দ ك-ف-ر ক-ফ-র ধাতু হইতে উৎপন্ন। কফর ও কোফর শব্দের মূল অর্থ—

ستر الشئى وتغطيته

আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা, ঢাকা। কাফেরের অর্থ আবৃতকারী

مفردات ص ٤٥٠، صحاح ص ٧٩٥، لسان العرب، جلد ٦ ص ٣٦٣

কাফের শব্দের আরও বহুবিধ অর্থ আছে যথা:—

(১) রাত্রি, কারণ উহা সমস্ত বস্তুতে আবৃত করিয়া ফেলে

وصف الليل بالكافر لستره الاشخاص... مفردات

(২) অন্ধকার, কারণ উহাও তাহার আভ্যন্তরীন যাবতীয় বস্তুকে ঢাকিয়ে রাখে।

الظلمة لانها تستر ماتحتها...لسان

(৩) মেঘ, কারণ উহা সূর্য ও আকাশকে আমাদের দৃষ্টির অগোচর করিয়া ফেলে।

السحاب الذى يغطى الشمس...مفردات

البحر ستره ما فيه والوادى العظيم والنهر كذلك...قاموس

(৪) সমুদ্র, (৫) দুর্গম উপত্যকা, (৬) বৃহৎ নদী কারণ ঐগুলি তাহাদের আভ্যন্তরীন বস্তুসমূহকে দর্শকের দৃষ্টি পথ হইতে আবৃত করিয়া রাখে

الكافر من الارض ما بعد عن الناس لايكاد ينزله اويمر به احد...لسان

(৭) দূরতম স্থান—যেখানে মানবের বসবাস বা গমনাগমন নাই, সুতরাং দূরত্ব ও নির্জনতা হেতু মানবের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

الزارع لستره البذر فى الارض...مفردات

(৮) কৃষক, কারণ সে বীজগুলি মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত ও আবৃত করে।

التراب

(৯) কোফর শব্দের অন্য অর্থ মাটি।

القبر

কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পাকিস্তানের দিকে দিকে, উহার অধিবাসীদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের স্তরে স্তরে যে আদর্শহীনতা ও নীতিবোধশূন্যতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—তার অগ্রগতি স্তব্ধ করতে না পারলে জাতীয় জীবনের সকল স্তর পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অকেজো হয়ে পড়বে।

তাই আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিন্তাবিদ ও সমাজ কর্মীদিগকে তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে প্রত্যেকের সাধ্যানুসারে সর্বশক্তি আদর্শের প্রচারে নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাযহবী সঙ্কীর্ণতা ও দলীয় স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়ে একযোগে কাজ করার জন্য প্রত্যেক ইসলামপন্থীকে প্রস্তুত হতে হবে। এ'লায়ে কলেমাতুল্লাহ আর এহ্‌ইয়ায়ে সুন্নতে রসূলুল্লাহর (দঃ) বাসনা যে অগণিত মুসলিম জনবৃন্দের হৃদয় মনকে আলোড়িত করে তার রূপায়ণের পথে কর্মচঞ্চল করে তুলেছিল—আবার তাদের গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে—তাদের কণ্ঠের দাবী আবার বুলন্দ করতে হবে—নীরব দ্রষ্টার ভূমিকা ছেড়ে কর্মের পথে এগিয়ে আসতে হবে। পাকিস্তানের আজাদী দিবসে সকলকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে, সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে পাকিস্তানের আদর্শকে আমরা রূপায়িত করবই করব।

www.ahlehadeethbd.org

(১০) আর এক অর্থ কবর।

الكفر والكفور' القرى النائية عن الامصار...واصحابها بمنزلة الموتى لايشهدون الامصار ولا الجمع والجماعات...لسان العرب

(১১) নগর হইতে অতি দূরবর্তী গ্রাম, কারণ উহাও কবরের ন্যায়, উহার অধিবাসীগণ মৃতের ন্যায়, নগরের অবস্থা দর্শন করিতে এবং জুম্‌আ, জামাআত, প্রভৃতিতে শরীক হইতে পারে না।

والكفر ايضا جحود النعمة وهو ضد الشكر' صحاح' كفر نعمة الله يكفرها كفورا وكفرانا وكفر بها جحدها وسترها ورجل كافر' جاحد لانعم الله وقيل لانه يغطى على قلبه...لسان (২) ص ৪৫৭

(১২) কোফর শব্দের আর এক অর্থ ঃ উপকার অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কোফর করার অর্থ তাহা অস্বীকার করা এবং অকৃতজ্ঞতা দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলা। কাফেরের অর্থ—আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকারকারী। ইহার মধ্যেও আবৃত করার ভাব রহিয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে সে অকৃতজ্ঞতা দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহকে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে অথবা তাহার হৃদয় আবৃত, কৃতজ্ঞতা উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না।

কোফরের আভিধানিক অর্থ মোটামুটি ইহাই, কিন্তু শরীআতের পরিভাষায় কোফর যে কি অর্থে পরিগৃহীত হইয়াছে, আসুন পাঠক, এইবার তাহাই পর্যালোচনা করা হউক। শরীআতে কোফরের অর্থ—

عدم تصديق الرسول فى بعض ما علم مجيئه ضرورة' شرح المواقف(৮) ص' ৩৩১ ومثله فى الدر المختار' باب حكم المرتد هو التكذيب المعتمد لشئى من كتاب الله تعالى المعلومة او لاحد من رسله عليهم السلام او لشئى مما جاء به' اذا كان ذالك الامر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين ولا خلاف ان هذا القدر كفرو من صدر عنه فهو كافر اذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل' ايثار الحق ص ৪৫.

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত, সর্বজনবিদিত গ্রন্থসমূহের যে কোন অংশ, অথবা তাঁহার প্রেরিত কোন রসুল, অথবা তাঁহারা যাহা আনয়ন করিয়াছেন তাহা,—যদি উহা ধর্মের অন্তর্গত প্রকাশ্য এবং অত্যাবশ্যক অংশ হয় তাহা প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন সমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক সজ্ঞানে, বিনা কারণে, স্বইচ্ছায় অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্মের যে কোন বিষয়কে অস্বীকার করিলেই মানুষ কাফের হইয়া যায় না। কাফের হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবশ্যক ঃ—

(১) অস্বীকারকারী মোকাল্লাফ্‌ (অর্থাৎ শরীআতের বিধান প্রযুজ্য হওয়ায় উপযুক্ত হইবে।)

(২) কোন কারণে যেন তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ না হইয়া থাকে।

(৩) কেহ যেন তাহাকে অস্বীকার করিতে বাধ্য না করিয়া থাকে।

(৪) যাহা অস্বীকার করিতেছে, তাহা যে ধর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হওয়া চাই।

(৫) অস্বীকৃতি যেন ইচ্ছাকৃত হয়। বুঝার ভুল বা ব্যাখ্যা বিভ্রাটের ফল না হয়।

(৬) অস্বীকার অবিশ্বাসের জন্য হওয়া চাই। অর্থাৎ যে বিষয়টিকে সে অস্বীকার করিতেছে, উহা যে ধর্মের অঙ্গীভূত এরূপ বিশ্বাস তাহার নাই। এরূপ বলায় সে রসুলকে (দঃ) সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেছে না।

এরূপ অবিশ্বাসী যে কাফের ও ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্মের কোন্ কোন্ বিষয় অস্বীকার করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ করা এই প্রবন্ধে সম্ভব না হইলেও উহাতে পাঠক তাহার আংশিক আলোচনা দেখিতে পাইবেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠক ইচ্ছা করিলে শর্‌হুল মাকাছেদ্‌,

www.ahlehadeethbd.org

শায়খুল মাওয়াকেফ, ইত্যাদি আকায়েদের গ্রন্থে তাহারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এমাম গাজ্জালী প্রণীত "আত্ তফ্‌রেকা বাইনাল এসলামে ও ওয়াজ্‌রজন্দেকা الفرق بين الاسلام والزندقة এ সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তক। আরবী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকদিগকে তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় এই যে, শরী-আতের পরিভাষায় কোফরের অর্থ,—ধর্মের স্পষ্ট ও প্রমাণিত অংশ অস্বীকার এবং রসুলে করীমকে অবিশ্বাস করা হইলেও উক্ত শব্দ কোরআন ও হাদীসে আভিধানিক অর্থেও বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদিও শরীআতের ভাষায় পরিভাষিক অর্থই অগ্রগণ্য এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রাহ্য, কিন্তু যে স্থানে পরিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা শরীআতের নির্দেশ অনুসারেই অসম্ভব বা অসঙ্গত হইবে, সে স্থানে আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই কথাটির প্রতি আমাদের দেশের অনেক মুফ্‌তী ও মৌলভী সাহেব অবহিত হওয়া আদৌ আবশ্যক মনে করেন না, তাহার ফলে কোরআন ও হাদীসে যে স্থানেই কোফর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানেই উহা যে পরিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, এবং সামান্য কারণে বহু মোসলমানের প্রতি কোফ্‌রের বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

কোফ্‌র ও কাফের শব্দ পরিভাষিক অর্থ ব্যতীত অন্যান্য অর্থেও যে কোরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রমাণ উধৃত করিতেছি।

১। কৃষক অর্থে :—

كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما : حديد : ٣

অর্থাৎ (পার্থিব জীবনের) উদাহরণ, যথা বৃষ্টি (বৃষ্টি পতিত হইলে ক্ষেত্র সকল শ্যামল হইয়া উঠে) শস্যের উদ্‌গম ও উহার শ্যামলতা কৃষক কুলকে আনন্দ দান করে, (কিন্তু) অতঃপর (অল্প দিন পরেই) তাহা শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে তখন তুমি দেখিতে পাইবে, যে (শ্যামলতা হারাইয়া) সে হরিদ্রা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতঃপর (অচিরাৎ) মর্দিত হইয়া যাইবে।

এই আয়াতে "কোফফার" শব্দ 'কাফের' এর এর বহু বচন; 'কাফের' এ স্থানে কৃষক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। কেবল অস্বীকার অর্থে :—

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ! بقره : ٣٣

"অতএব যে ব্যক্তি কৃত্রিম উপাস্যদিগকে অস্বীকার করিবে, এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসী হইবে, সে নিশ্চয় সুদৃঢ় অবলম্বন হস্তগত করিল।"

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده : ممتحنه

"হজরত এব্রাহিম ও তাঁহার মোসলমান সহচর-গণ তাঁহাদের স্বজাতীয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমরা তোমাদিগকে (তোমাদের সকল সম্বন্ধকে) অস্বীকার করিলাম, এবং আমাদের মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে (পরস্পর) শত্রুতা ও বিদ্বেষ আরম্ভ হইল, যে পর্যন্ত তোমরা একমাত্র আল্লার প্রতি বিশ্বাসী না হইবে।

এই দুই আয়তেই কোফর শব্দ অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পারিভাষিক অর্থ—ধর্ম বিষয়কে অস্বীকার করা বা ইসলাম হইতে খারেজ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এই অস্বীকৃতি অর্থেই কাফেরগণ আপনাদের সম্বন্ধে "কোফর" শব্দের ব্যবহার করিয়াছে এবং নবীদের সম্মুখে তাহারা সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছে :

انا كفرنا بما ارسلتم به

(১) (কাফেরগণ) বলিল, তোমরা যে বিষয়ে প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা অস্বীকার করিলাম।

فانا بما ارسلتم به كافرون

(২) অতএব তোমরা যাহা লইয়া আসিয়াছ আমরা তাহা অস্বীকার করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

وقالوا انا بكل كافرون

(৩) এবং তাহারা বলিল, আমরা সমস্তই অবিশ্বাস করি।

এই সকল আয়তেই কাফেরগণ আপনাদের সম্বন্ধে "কোফর ও কাফের" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে; কিন্তু তাহারা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেনাই, কেবল অস্বীকার অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, পারিভাষিক অর্থে তাহারা মোসলমানদিগকেই কাফের মনে করিত আপনাদিগকে কাফের বলিয়া স্বীকার করিবে কিরূপে?

৩। উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা অর্থে, যথা:

قال هذا من فضل ربى ليبلونى أ اشكر أم اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كريم

(সোলায়মান) বলিলেন, ইহা আমার প্রভুর অনুগ্রহ; যাহাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি অথবা অকৃজ্ঞতা প্রদর্শন করি, আর যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, সে (প্রকৃতপক্ষে) তাহারই (মঙ্গলের) জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, নিশ্চয় আমার প্রভু অভাবশূন্য, (কাহারও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রত্যাশী নহেন) এবং বদান্য (অকৃতজ্ঞের প্রতি কৃপা) প্রদর্শনেও কার্পণ্য করেন না।

এই আয়তে দুইবার কুফর (كفر و اكفر) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উভয় স্থানে তাহা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও উপকার অস্বীকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

وفعلت فعلتك التى فعلت وانت من الكافرين ٢٦ : ١٩

৪। (ফেরাউন হযরত মুসাকে বলিল) এবং তুমি যে কর্ম করিয়াছ, তাহা করিয়াছই (অর্থাৎ ফেরআউনের একজন স্বজাতীয়কে হত্যা করা) এবং তুমি অকৃতজ্ঞ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই আয়তেও কোফর পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ আরও বহুবিধ আয়াৎ আছে, যাহার মধ্যে কোফর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু উহা পারিভাষিক অর্থের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত হাদীসটীর মধ্যেও কোফর পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নাই; হজরত রসূলে করিম বলিতেছেন,

رايت النار، فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن، قيل ايكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيأ قالت ما رأيت منك خيرا قط

আমি নরক দেখিলাম, উহার অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীলোক, কারণ তাহারা কোফর (অস্বীকার) করে! কেহ জিজ্ঞেসা করিল তাহারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে? হযরত উত্তর করিলেন, না তাহারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। কারণ তাহার উপকার অস্বীকার করে! তাহাদের কোনটির যদি তুমি আজীবন উপকার কর, কিন্তু জীবনের মধ্যে একবারও যদি সে তোমার মধ্যে সামান্য ত্রুটী দেখিতে পায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই কথাই বলিবে, তোমার নিকটে আমি কখনও কোনরূপ উপকার পাই নাই—বোখারী ও মোসলেম। পাঠক দেখিতেছেন, এই হাদীসে কোফর পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। নিম্নলিখিত হাদীসেও কোফর অকৃতজ্ঞতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে:

من ترك الرمى فنعمة كفرها...نهاية (م) ص ٢٨

যে ব্যক্তি লক্ষ্য-সন্ধান শিক্ষা করিয়া ভুলিয়া যাইবে সে কাফের হইবে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কোফর ও কাফের শব্দ কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক স্থানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বরং বহুস্থানে উহা আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

এই বারে আমি এমন কতকগুলি আয়াত উদ্ধৃত করিব, যে গুলিতে কোফর শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, উহা পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু বিশেষরূপ চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সকল স্থানেও পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না :

وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ٣ : ١٠١

(১) এবং তোমরা কিরূপে কাফের হইতে চাও? অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সকল পঠিত হইতেছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রসুল বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ٥ : ٤٤

২। এবং আল্লাহ আআলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুসারে যাহারা মীমাংসা না করে তাহারাই কাফের।

يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لايحب كل كفار اثيم ٢ : ٢٧٦

৩। আল্লাহ তাআলা সুদকে হ্রাস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ কাফের ও পাপী সমুদয়কে ভালবাসেন না।

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العلمين

৩। এবং আল্লাহ তাআলার জন্য বয়তুল্লার (কাবা শরীফের) হজ করা মানবের অবশ্য কর্তব্য কার্য, যাহার সেই পথ অবলম্বনের শক্তি আছে। এব যে ব্যক্তি কোফরকারী (অর্থাৎ ক্ষমতা থাকিতেও অকৃতজ্ঞতা পুরঃস্বর হজ করিতে যাইবেনা) নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সমস্ত জগত হইতে বেপরোয়া। (অসমাপ্ত)

সত্যাগ্রহী (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) হইতে সঙ্কলিত।

www.ahlehadeethbd.org

"আজাদী-শ্মরণে"

—আবুতাহের রফিউদ্দীন আনসারী

নব জলোয়ায় আফতাব দোলে নির্মেষ আছমান,
কেটেছে যামিনী, পাখীর কণ্ঠে জেগেছে ভোরের গান।
ছুটিয়াছে ঘোড়া বন্ধন হারা
সম্মুখপানে, পাগলের পারা
ঊর্মিমুখর সিন্ধু বুকে জাগে জোয়ারের বান।
আজাদ পাকিস্তান।

নিখিল জাহানে না'রায় তকবীর উঠিছে সঘন ধ্বনি,
শুভ্র সবুজ নিশানে দুলিছে চাঁদ-তারা আছমানী।
প্রাচ্য-প্রতীচ্যে একই কলরোল
প্রভাতের ঠোঁটে হাসির হিল্লোল
গুলে গুলে আজ গুলজার হ'য়ে গুলফাম গুলশান।
আজাদ পাকিস্তান।

ও—রে পদ্মা মেঘনা মহোৎসারে মাতিছে রে মহা রঙ্গে,
ভোগের প্রাচীর ভাঙ্গিতে বজ্র-শক্তি-বন্যা সংগে।
ঐ উড়িছে তূর্য্য স্বাধীনতার—
যালিম জঈফ ভাঙ বুক তার,
টুটে গেছে ওরে রুদ্র শিবের জিঞ্জির যিন্দান
আজাদ পাকিস্তান॥

ঘুচিল জাতির সৈন্য-দুঃখ বেদনা ও অপমান,
কম্বু-কণ্ঠে গাহিল বিশ্ব আজাদীর জয়গান।
একতা সাম্য শৃঙ্খলা-বল
ঈমানের জোশ নিয়ে অবিচল
এল্‌মে আমলে চলিবে এবার ইছলামী অভিযান,
আজাদ পাকিস্তান।

www.ahlehadeethbd.org

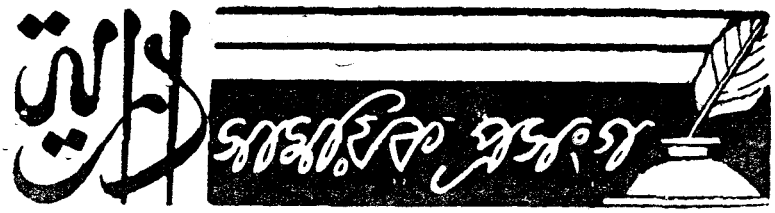

بسم الله الرحمن الرحيم

১৯৬২ সালের ১৪ই আগষ্ট

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তজাল, ভারতীয় কংগ্রেসের ফ্যাসিষ্টসুলভ প্রতিরোধ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে আজ হতে ১৫ বছর পূর্বে এমনি এক শুভ দিনের সুপ্রভাতে পাক-ভারত উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান—যাদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে উপেক্ষা করা হত—একটি নূতন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পৃথিবীর যে কোন জাতির জীবনে এমন দিন সত্যি সত্যিই গৌরবের দিন বটে। পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দ তাই আজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। পত্রপুষ্পে সজ্জিত তোরণ নির্মাণ করে, ঘরে ঘরে অর্ধচন্দ্র পূর্ণ-তারকাখচিত পতাকা উত্তোলন করে এবং গৃহে গৃহে "হাজার বাতির" মশাল জ্বালিয়ে তারা মনের আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। সকলেই জানেন, শূণ্য হতে আমাদের এ দেশ ও এ জাতি গড়ে উঠেছে। একটি কৃষি ভিত্তিক সমাজ আজ শিল্প-ভিত্তিক সমাজে পরিণত হতে চলেছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। শিল্প ও কারখানায়ও উন্নতি সাধিত হয়েছে প্রভূত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদের কাজ সর্বজন-প্রিয় করে গড়ে তোলার যে জোর আন্দোলন চলছে তাতে অচিরেই এ দেশের খাদ্য সমস্যারও যে একটা সুরাহা হয়ে যাবে সে আশা আমরা পোষণ করি।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা' হল এই যে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতিই কি পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষ্য? শুধুমাত্র হিন্দু বেনিয়াদের অর্থনৈতিক প্রভুত্বের হাত হতে দশ কোটি মুসলমানকে মুক্ত করার জন্য কি ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল? কিছুদিন যাবত পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তির চেষ্টাও আমাদের দেশে চলছে। কতকগুলি জাতীয় আদর্শ বিরোধী শক্তি এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তির কুয়াশা ছড়াবার অশুভ কাজে মেতে উঠেছে। তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে, পাকিস্তান অর্থনৈতিক শোষণের হাত হতে মুক্ত হওয়ার জন্যই কায়েম হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল আজাদী আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। তারা একদিকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা ঢাক ঢোল পিটে প্রচার করছেন আর অন্য দিকে যে ইছলামী আদর্শ পাকিস্তানের ঐক্যমূলে শক্তি সঞ্চার করছে জনসাধারণের মন থেকে তা' মুছে ফেলার জন্য নানারূপ ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

আমাদের স্থির বিশ্বাস, এ সব অশুভ কাজে যারা মেতে উঠেছেন তারা পাকিস্তানের ছদ্মবেশী দুশমন। তাদের এ কাজ পাকিস্তানের গোড়া-কাটারই নামান্তর মাত্র। তারা জ্ঞাতসারেই পাকিস্তান আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা করছেন।

সকলেরই জানা আছে, ইসলামী আদর্শকে

www.ahlehadeethbd.org

সম্মুখে নিয়েই নূতন দেশ ও নূতন জাতি রচনার স্বপ্ন এ দেশের মানুষ দেখেছিল। সে স্বপ্ন আজও তাদের মনে জেগে আছে এবং শত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও জাতি আজ সে স্বপ্ন ভুলেনি, ভুলতে পারে না। তাই যতবারই এ দেশে শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে ততবারই উহাকে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক করার জন্য দেশময় তুমুল আন্দোলন উঠেছে এবং শাসকবর্গও তা কোন দিন অস্বীকার করতে পারেনি। দেশবাসীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতার এবিষয়ে ঐক্যমতের কথা চিন্তা করেই ত' খাস মার্শাল ল-এর আমলে যে শাসনতন্ত্র রচিত হল তাতেও শাসকবর্গ কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন আইন রচনা করার সাহস পাননি।

ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। বিগত ১৫ বছরে জাতি নানা দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছে এবং দিনের পর দিন উন্নতির দিকে আরও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের কল্যাণাভিসারী যে সমাজ গড়ে তোলার সঙ্কল্প একদিন আমরা নিয়েছিলাম জাতি তার সে মন্‌যিলে-মুকসুদের দিকে কতদূর অগ্রসর হয়েছে আজাদীর আজ এ শুভ মুহূর্তে তা' হিসাব-নিকাশ করে দেখার সুযোগ এসেছে। আমাদের মতে, জাতির জীবনে সত্যিকারের সাফল্য আজও অদূরবর্তী হয়নি। আমাদের স্থির লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আরও শ্রম, আরও সাধনা এবং আরও কুরবানীর প্রয়োজন আছে। তবেই আমাদের স্বপ্ন-সাধ বাস্তবের ধূলামাটিতে রূপ পরিগ্রহ করবে। আজাদীর দিবসে আমরা যদি সে শ্রম, সে সাধনা এবং সে কুরবানীর শপথ গ্রহণ করি তবেই আমাদের আজাদীর আনন্দ অনুষ্ঠান সার্থক হবে।

পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে ইতিপূর্বে এমনি ধারা ১৪ই আগষ্টের সুপ্রভাতের সুষমাময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে আরও চৌদ্দবার। কিন্তু ১৯৬২ সালের ১৪ই আগষ্টে যে সুপ্রভাত উদিত হয়েছিল তা, দশকোটী মুসলমানের জীবনে সত্যিই অনুপম ও অভিনব। এ দিনে তাদের জাতীয় জীবনে দু'দুটী আনন্দোৎসবের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। সত্যিই দুটী মাণিক জোড়। একই দিনে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ও ঈদ-ই-ইয়াওম ই-আযাদী। দুটী আনন্দোৎসবের একত্র সমাবেশ দেখে পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দ সত্যিই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট এ আনন্দোচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠেছিলেন, "ইহা অতীব আনন্দের কথা যে, হযরত রসূল করিমের (দঃ) পবিত্র জন্ম-দিবস ও আমাদের আযাদী দিবস একই দিনে এসেছে।"

এখানে ঈদে মিলাদুন্নবী সম্বন্ধে দু' একটী কথা নিবেদন করতে চাই। প্রতি বছরই ১২ই রবিউল আওয়াল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জন্মদিবস হিসেবে পালিত হয়ে আস্‌ছে। মুসলমানদের নিকট ইহা খুবই গৌরবের কথা। আজ যেখানে পৃথিবীর চুনোপুঁটীদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালিত হচ্ছে সেখানে মানবের মুকুটমণি বিশ্বের ত্রাণকর্তা মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালিত হবে এতে আর দ্বিমতের অবকাশ কোথায়? কিন্তু কথা হল এই যে, আমাদের জাতীয় জীবনকে যদি কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শে রূপায়িত করতে হয় তাহলে দেখতে হবে যে এ ধরণের জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের কোন নজীর কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা? আমরা খুব দৃঢ়তার সহিত একথা বল্‌তে পারি যে, এ ধরণের কোন নজীর কোরআন, সুন্নাহ ত' দূরের কথা ইস-লামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইহা পশ্চিমা তহযীবের গতানুগতিক অন্ধ অনুকরণের ফল স্বরূপ এক অতিআধুনিক নবাবিষ্কৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আঁ-হযরতের (দঃ) প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনের পন্থা যদি ইহাই হত তবে সাহাবা কেরাম ও তৎপরবর্তী ইমামগণ অবশ্যই তা করতেন। কারণ হযরতের সাথে তাঁদের মহব্বত আমাদের মহব্বতের তুলনায় কোন ক্রমেই কম ছিল না। আঁ-হযরতের প্রতি চরম মহব্বত প্রদর্শনের আকা-ঙ্খায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে যাঁরা মিলাদুন্নবী খানির ব্যবস্থা করেছিলেন, আজ হতে প্রায় ৭০০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছুর ধরে তাঁরা মিলাদুন্নবী করেছেন বটে কিন্তু ইয়াওম-মিলাদুন্নবী নামে কোন নির্দিষ্ট 'দিন' ধার্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে যেকোন মানুষেরই জন্ম বা মৃত্যু দিবসকে ইসলাম কোনই গুরুত্ব দান করেনি। সে গুরুত্ব দান করেছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত দিবসগুলির। কারণ জীবনের এই কর্মময় দিবসগুলিই মানুষের ইহ-পরকালের নাজাতের সনদ স্বরূপ। আঁ-হযরতের (দঃ) জন্ম বা মৃত্যু দিবসেরও কোনই গুরুত্ব আমাদের নিকট হতে পারে না যদি আমরা তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটী পদাঙ্ক আমাদের কর্মময় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপায়িত করতে না পারি। কারণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি, সমৃদ্ধি ও নাজাত।

দুটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি

চলতি আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পাক-ভারত উপমহাদেশ হতে দু'জন প্রখ্যাত নামা আলেম বিদায় গ্রহণ করেছেন। এঁদের একজন হলেন ভারত বিখ্যাত আলেম, জমঈয়তে-উলামায়ে হিন্দের জেনারেল সেক্রেটারী ও ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রতাপশালী মেম্বর মওলানা সৈয়দ হেফজুর রহমান হারভী আর দ্বিতীয় জন হলেন রাজপুতনার বিখ্যাত মুহাদ্দেস হযরত মওলানা আবু মহাম্মদ আবদুল জব্বার খাণ্ডেলভী সাহেব।

মরহুম মওলানা হেফজুর রহমান সাহেব দেওবন্দী মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার। তাঁর রচিত "কাছাছুল কুরআন" (কুরআনের গল্প) ও "ইসলাম কা ইক্‌তেসাদী নেজাম" (ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) ও "ইসলাম কা ফলসফায়ে আখলাক" নামক গ্রন্থাবলী দেখলে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও চিন্তার প্রসারতা সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

পাক-ভারতের ইতিহাসে যে কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বাগ্মিতায় সুনাম অর্জন করেছেন মওলানা হেফজুর রহমান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনে তাঁর দান ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধিকবার কারাবরণও করেছিলেন।

যে বিশেষ কারণে মওলানা হেফজুর রহমান সাহেবের মৃত্যু আজ আমাদের নিকট বিনা মেঘে বজ্রপাত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তা হল এই যে, মওলানা মওসুফের অন্তর্ধানের ফলে ভারতে বসবাসকারী ৪ কোটী মুসলমান য়াতীম হয়ে পড়েছে। মওলানা আজাদ, মওলানা হুসায়ন আহমদ মদনী, মওলানা আহমদ সঈদ ও জনাব রফী আহমদ কিদওয়ায়ী সাহেবানের মৃত্যুর পর ভারতের ৪ কোটী নিরীহ মুসলমানের অভিভাবকত্বের দায়ীত্ব গ্রহণ করেছিলেন মওলানা হেফজুর রহমান সাহেব। যখনই ভারতের কোন স্থানে মুসলমানদের উপর কোন অত্যাচর হয়েছে তখনই মওলানা মওসুফ তথায় উপস্থিত হয়ে উহার প্রতিকার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ ভারতের মজলুম মুসমমানদের হেফাজত ও তাদের দাবী-দাওয়া সংরক্ষণে যে অক্লান্ত পরিশ্রম মওলানা মওসুফকে করতে হয়েছিল তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাস্থ্য ভঙ্গের কারণ হয়ে পড়েছিল। মওলানা সাহেব পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে পাওয়ার চেষ্টায় আমেরিকা পর্যন্ত সফর করেছিলেন কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয়নি। জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে মনে করে মওলানা সাহেব দেশে ফিরে আসেন এবং গত ২রা আগষ্ট পরপারের যাত্রায় পাড়ি দেন। ইন্না লিল্লাহ.....রাজেউন।

মরহুম মওলনা আবদুল জব্বার খাণ্ডেলভী সাহেব ছিলেন একজন হাদিস শাস্ত্রবিদ অনন্য সাধারণ আলেম। সিহাহ সেত্তার অন্যতম গ্রন্থ নাছায়ী শরীফের টিকাকার হযরত মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ সাহেব, মওলানা মহাম্মদ ইসমাঈল, জামে-আহলে হাদিস, লাহোরের প্রধান শিক্ষক মওলানা মুহাম্মদ, তক-ভীয়াতুল ইসলাম, লাহোরের প্রধান শিক্ষক হাফেজ মহাম্মদ ইসহাক প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা আলেম, মওলানা মরহুমেরই শিষ্য-শাগরেদ। পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তানেও মওমানা মরহুমের শিষ্যের সংখ্যা প্রচুর রয়েছে। এঁদের মধ্যে দিনাজপুরের মওলানা জহিরুদ্দীন নূরী ও রংপুরের মওলানা আবদুল আজিজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মওলানা মরহুম এন্তেকাল করেছেন পরিণত বয়সেই। তাই তাঁর মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা চলেনা। কিন্তু তার মৃত্যুতে ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল অদূর ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না।

মওলানা মওসুফ তাঁর সারাজীবন ব্যাপী শুধু "কালাল্লাহু" ও "কালার রসুল" এর চর্চাই করেছেন। তাঁর দক্ষিণে ও বামে শত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ওলট পালট হয়েছে, শত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে কিন্তু মরহুম এ সবের দিকে কোন দিনই ভ্রুক্ষেপ করেন নি। শত বাধা বিপত্তির মাঝেও তিনি আল্লাহ ও রসুলের বাণী প্রচারের কাজ হতে ক্ষণিকের জন্যও বিরত হন নি। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব হতে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে স্বীয় বাসভবনে পড়ে ছিলেন। অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁর রসনা জড়িত। এমতাবস্থায়ও তিনি "কালাল্লাহ" ও "কালার রসুল" এর পঠন পাঠন হতে নিবৃত হননি। বরং এ খেদমত আনজাম দিতে আরম্ভ করলে তাঁর চেহারা দীপ্ত হয়ে উঠত, তিনি কিছুটা আরোগ্য বোধ করতেন। কালামুল্লাহ ও কালামুর রসুলের এত বড় প্রেমিক সত্যিই এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না।

মওলানা মওসুফের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল এই যে তিনি ইলমে হাদিস ও রিজ্বাল শাস্ত্রের এত বড় পণ্ডিত হওয়া সত্বেও চিরদিন নিজেকে "মিসকিনুল ইলম" বলে মনে করতেন। তাই তিনি বরাবরই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা মারফত আলেমদের নিকট মসলা মাসায়েলের জবাব তলব করতেন। বুখারী ও মুসলিমের দরছ দিতে দিতে তাঁর কাঁচা চুল সাদা হয়েছিল বটে, কিন্তু ছোট খাট একটী মসলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলেও তিনি না বুঝে চট করে তার উত্তর দিতেন না। আবার উত্তর দেওয়ার পর আলেমদের কাছে দরইয়াফত করে নিতেন যে তাঁর উত্তর ঠিক হয়েছে কি না। এটা তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারীর একটী প্রকৃষ্ট প্রমান।

মরহুম মওলানা আবদুল জব্বার খাণ্ডেলভীর মধ্যে ইলম-আমল ও বিনয়ের যেমন একত্র সমাবেশ হয়েছিল তেমনটি আর খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। "আমল বিল হাদীসের" যে প্রেরণা আমরা স্বচক্ষে তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম তা আজও আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরেও অনুরূপ "আমল বিল হাদীসের" প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক খোদার দরগাহে এ কামনাই করি।

আমরা মরহুম মওলানা হেফজুর রহমান ও মরহুম মওলানা আবদুল জব্বার খাণ্ডেলভী সাহেবের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ইস্‌লামী পরামর্শ-সভা

পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতন্ত্রে Advisory Council বা পরামর্শ সভার যে ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে তা দেখে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছিলাম এবং আশা পোষণ করেছিলাম যে, উক্ত সভা পাকিস্তানের প্রখ্যাতনামা আলেম, কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং এমন সব আইনজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে গঠিত হবে যারা আমলের দিক দিয়ে না হলেও অন্ততঃ কমপক্ষে বিশ্বাসের দিক দিয়ে কোরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী আইন-কানুনের মূল উৎস (Sources of Islamic Law) বলে বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু বিগত ৩০শে জুলাই পাকিস্তানের আইন উজীর মিঃ মুহাম্মদ মুনীর উক্ত সভার জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের নামের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তা দেখে আমরা শুধু আশ্চর্যই হইনি মর্মাহত ও নিরাশও হয়েছি। নাম গুলি এই ঃ—

১। মিঃ মহম্মদ আকরম (ঢাকা হাই কোর্টের ভূতপূর্ব চিফ জাস্‌টিস্‌ ও সুপ্রিম কোর্টের জজ্‌) **পরামর্শ সভার চ্যায়ারম্যান** (পূর্ব-পাক)।

২। মিঃ জাস্‌টিস্‌ মুহাম্মদ শরীফ (সুপ্রীম কোর্ট অব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব জজ)

৩। মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ (পূর্ব-পাক)

৪। মওলানা আবদুল হামিদ বাদায়ুনী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। মওলানা কেফায়েত হুসায়ন

৬। ডাঃ ইশতিয়াক হুশায়ন কুরায়শী

৯। মওলানা (?) আবুল হাশেম (পূর্ব-পাক)

পূর্ব-পাক থেকে আরও একজন সদস্য নেওয়া হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

উল্লিখিত নামের তালিকা ঘোষণা করতে গিয়ে আইন উজীর মুহাম্মদ মুনীর সাহেব সাংবাদিক সম্মেলনে পরামর্শ সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ সভা প্রাদেশিক পরিষদ, গণপরিষদ, প্রাদেশিক গভর্ণর ও প্রেসিডেন্টকে কোন প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে দলিল প্রমাণাদি দ্বারা একথা বুঝিয়ে দিবেন যে উহা শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি না। অতঃপর পরামর্শ সভা যে রায় দিবেন তা গ্রহণ করা না করা গণপরিষদের বিবেচনাধীন হবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে অনেকের নজরে উক্ত পরামর্শ সভা একটী প্রহসন বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এ সভার হাতে আইন তৈরী করার কোন ক্ষমতা ত' নেইই উপরন্তু এদের পরামর্শ গ্রহণ করা না-করা গণপরিষদের এখতিয়ার। কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করে দেখলে এ সভার গুরু দায়ীত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে।

আমরা সকলে বিশ্বাস করি যে, ইসলাম একটী যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। এর আইন-কানুনগুলির কোনটাই অযৌক্তিক নয়। ইহা যে শুধু আমাদের বিশ্বাসেরই অঙ্গ তা নয় বরং ইহা বাস্তব সত্যও বটে। এক্ষণে ইসলামী আইন-কানুন সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের ভিতরে যদি বিদ্যা-বত্তার জোর থাকে আর তাদের মুখে যদি বাক-শক্তির এমন প্রখরতা থাকে যাতে করে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাঁরা গণপরিষদ বা প্রেসিডেন্টকে তাঁদের প্রস্তাবিত আইনের অসারতা ও তৎস্থলে ইসলামি আইনের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিতে পারেন তাহলে গণপরিষদ বা প্রেসিডেন্ট উহা গ্রহণ না করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা দেখছি না।

কিন্তু এ গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য যাঁদেরকে মনোনীত করা হয়েছে আমরা আশঙ্কা করছি যে, তাঁদের অনেকের দ্বারাই এ বোঝা যথাযথভাবে বহন করা সম্ভব হবেনা। এ ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি লোক মনোনীত করা উচিত ছিল কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান সুদূরপ্রসারী এবং যাঁরা এতদুভয়কে ইসলামী আইন কানুনের উৎস বলে বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, উক্ত নামের তালিকায় এমন কতকগুলি লোকও এসেছেন যাঁরা কুরআনের সাথে হাদিসকে ইসলামী আইন-কানুনের উৎস বলে বিশ্বাসই করেন না। আবার কেউ কেউ এমনও আছেন যাঁরা বুখারী ও মুসলিমের ছাঁটাই করে উহার নূতন সংস্করণ বের করার স্বপ্ন দেখে থাকেন। তাই আমাদের ভয় হচ্ছে যে, এসব লোকের পরামর্শানুক্রমে রচিত ইসলামী আইন-কানুন দেখে আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত বলতে না হয় যে, "ইছ্ ঘর্ কো আগ লাগি ঘর্ কে চেরাগ ছে" (গৃহের আগুন দিয়েই গৃহ পুড়ে ছারখার হয়েছে)।

পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু প্রকাশিত তালিকা দেখে তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। বিষয়টী হল এই যে; আমাদের দেশে বিভিন্ন মতবাদের লোক বসবাস করে। প্রত্যেক মতবাদের কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। অতএব প্রত্যেক মতাবলম্বীকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হতে যুক্তি পেশ করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয় নি। এমতাবস্থায় যে আইন রচিত হবে তা এককেন্দ্রিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর এরূপ হলে তা যে সকলের মনঃপূত হবে না তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

অতএব আমাদের পরামর্শ হল এই যে পরামর্শ সভার সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করে যে সব মতবাদের লোক এখন পর্যন্ত গৃহীত হয় নি সে সব মতবাদের লোক নিযুক্ত করা হোক। তবেই এ সভা সর্বজন গ্রিয় হবে অন্যথায় নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ১৯৬১

যিলা ঢাকা

[আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত]

অফিসে আদায়

১। মোঃ নূরুল ইসলাম ভূঞা, উজামপুর, আযমপুর কুরবানী—৭৫ পয়সা ২। মোহাম্মদ ইয়াছিন মুন্সী, ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩। মোহাম্মদ ফহিমুদ্দীন ভূঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৪। মোঃ হাকিম উদ্দীন সাহেব ঠিকানা ঐ কুরবানী ·২৫ পয়সা ৫। মোঃ আঃ আওয়াল ভূঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৬। মোঃ আঃ অজিজ, ৫০ নং মদন মোহন বশাক রোড এককালীন দান ৭৲ ৭। মোঃ আঃ আলী, সাং ইশর পোঃ পাছা', ফিৎরা—১০৲ কুরবানী—৫৲ ৮। মৌঃ মোঃ আরিফ এম, এ, এককালীন ২৪৲ ৯। মোঃ সানাউল্লাহ মিঞা, সাং পাতিরা পোঃ পুলির বাজার মাদ্রাসার সাহায্য—৫৲ ১০। মৌ. রইসউদ্দীন, মৌঃ রোকন উদ্দীন ও মৌঃ ওমর আলী, ৭নং কে, বি, সাহা রোড, আকিকাহ বাবদ—১০৲ ১১। মোঃ কমর আলী, সাং মুরালা পুর জমাত পোঃ এম, পাঁচগাও কুরবানী ৫৲ ১২। সৈয়দ মোঃ নজিরুল হক, সাং নওগাঁও পোঃ ঐ মাদ্রাসার সাহায্য ৫৲ ১৩। মৌলবী মোঃ ইব্রাহীম বি, এ, নারায়ণগঞ্জ, আকিকা ৫৲ ১৪। বেগম ছুরাইয়া হক C/o. সৈয়দ মোঃ নজিরুল হক সাং নওগাঁও পোঃ এম, পাঁচগাঁও মাদ্রাসার সাহায্য ৫৲ ১৫। মোঃ মোজাম্মেল হক ১০৫, নাজিরা বাজার লেন আকিকা ৫৲ ১৬। মোসাম্মাৎ নূরুন্নাহার বেগম C/o. মোঃ সেলিম সাহেব ৫ নং ওল্ড ব্যাঙ্ক রোড সাদকা ১০৲ ১৭। মৌঃ আঃ আজীল, ৪৯ নং রথখোলা এককালীন দান ২৲ ১৮। মাং মোল্লাজী আলী আহমদ, হোসেন মার্কেট এককালীন দান ১৪·৮৭ পয়সা ১৯। মাং মোঃ আঃ করিম, মোহাম্মদ পুর, নূরজাহান রোড, এককালীন ৩২·২৫ ২০। মোঃ আঃ রউফ, স্যুরিটোলা, মাদ্রাসার সাহায্য ২৪৲ ২১। মৌঃ মোঃ আঃ ছুবহান, সাং টোকনগর, পোঃ টোকনয়নবাজার, ফিৎরা ২০৲ ও কুরবানী ১৫৲

চক পাড়া শাখা জমঈয়ত হইতে মারফত

ক্যাশিয়ার

২২। মৌঃ আঃ রাশিদ, সাকিন চক পাড়া পোঃ মাউনা, ফেৎরা ১৫৲ কুরবানী ১৫৲

জিলা ময়মনসিংহ

অফিসে আদায়

১। হাজী মোঃ ইয়াকুব আলী সাং ধুলটিয়া পোঃ পাথরাইল কুরবানী ১২·০০।

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

২। মোঃ জালাল উদ্দিন মিয়া পোঃ বাউসী বাঙ্গালী এককালীন ১·০০ ৩। মোঃ মুনছুর রহমান সাং বল্লাবাজার পোঃ বল্লাবাজার ফিৎরা ৫.০০ কুরবানী ৩.০০ ৪। আলহাজ তালেব উদ্দিন আহমদ সাং মাছপাড়া পোঃ ত্রিশাল কুরবানি ২৮.৮৭ ৫। মোঃ আব্বাস আলী মণ্ডল সাং চক শ্যামরামপুর পোঃ অম্বিকাগঞ্জ ফিৎরা ১৫.০০ ৬। মওলানা আবদুল হামীদ সাং চর শ্রী কালদী পোঃ অম্বিকাগঞ্জ এককালীন ২৫০।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত মৌঃ মোঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব

১। মওলানা মোঃ আবদুছ ছালাম সাং কুরা,

www.ahlehadeethbd.org